# প্রাক্কনী

# প্রাক্তনী

শ্রীসুশীলকুমার দে

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৪১

দুই টাকা

শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক ২৫।২, মোহন বাগান রো 'শনি-রঞ্জন প্রেস'
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ছায়ার কায়াটি ধরিয়া, মায়ার রথে
কতবার তুমি এসেছ গিয়েছ ফিরে,
মৌনী মনের আঁধার-আড়াল পথে
বেদনা-বাহিনী বাসনার তীরে-তীরে ;
চিনি চিনি করি' চকিতে চিনেছি যারে,
চিনিয়া আবার হারায়ে খুঁজেছি তারে,
স্বপ্নের সেই কনক-কণিকাটিরে।

হে মোর ক্ষণিকা রূপহীন-রূপে গড়া,
তবুও লুকাতে পারনি গোপন প্রাণে,
বারে-বারে তাই জীবনে দিয়েছ ধরা
শত-জনমের জাঙালের মাঝখানে ;
মানস-মৃণালে কামনার মঞ্জরী,
তিলে-তিলে তব তনুটি উঠেছে গড়ি',
ফুটেছে আবার আমার মুখের পানে।

বরমাল্যটি পরায়ে স্বয়ম্বরে
কতবার তুমি হয়েছ সুখের সাথী,
অশ্রুধারায় ঝরেছ আমার তরে
কাটায়ে একেলা দীর্ঘ দুখের রাতি ;
মধুপরিহাসে কত-না সকালে সাঁঝে
চোখে জলভার দেখেছি হাসির মাঝে,
কত-না লীলায় লীলায়িত রূপ-ভাতি

দিয়েছ দীপ্ত চরণ-অলক্তকে
গৃহ-প্রাঙ্গণ প্রাণ-মন মোর ভরি' ;
তুচ্ছ করিল কল্পনা-স্বর্গকে
আমার ধরণী তোমারে বক্ষে ধরি'।
নিষ্কলঙ্ক শঙ্খ তোমার হাতে
বাজিল আবার শুভ কঙ্কণ সাথে,
জ্বলিল প্রদীপ স্নেহ-রসে থরথরি'।

কতবার এলে তপোভঙ্গের তরে
জিনিয়া লইতে মোরে জীবনের মাঝে ;
কত তপোবনে একান্ত অন্তরে
আমারি ধেয়ানে জাগিলে তাপসী-সাজে ;
কতবার কেন এলে আর গেলে চলি'
ক্ষণতরে মোরে বাহুবন্ধনে ছলি' ?—
উন্মাদ-ব্যথা তাই ত বক্ষে বাজে।

পথহারা তাই যুগে যুগে বারে-বারে
ফিরেছি ঘুরিয়া বেদনের নিবেদনে,
ধূসর উষর মর্ম্ম-মরুর পারে
কখনো গহন মনের বিজন বনে।
ধ্যানের নয়নে উঠিয়াছ তাই জাগি' ;
বরেছি হাসিয়া মৃত্যুরে তোমা' লাগি' ;
কেঁদেছি বসিয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে।

জনমে জনমে, হে আমার প্রাক্তনী,
কত খেলা কর দেহে-দেহে সঞ্চরি',
সব সুখ-দুখ স্মৃতি-আশা মন্থনি'
তনুর পাত্রে অতনু সুষমা ভরি' ;
সে কায়ার মায়া জড়াল আমারে বুকে,
যমেরে তাড়াল,—কতবার হাসিমুখে
বসিল চিতায় আমার চরণ ধরি'।

কতবার সেই দেহটি বেঁধেছি বুকে,
চোখের আড়ালে কেঁদেছি বিরহ-ছলে,
সুধাসুমধুর-বেদনা-বিধুর সুখে
তন্ময় হয়ে ফিরেছি এ ধরাতলে ;
স্কন্ধে সে-দেহ ধরিয়া ভুবন সারা
প্রলয়-পাগল ছুটেছি সকল-হারা,—
কখনো ভস্ম ভাসায়ে দিয়েছি জলে।

হারায়ে হারায়ে ফিরে ফিরে পাই যারে
মরণের স্রোতে জন্ম-বিবর্ত্তনে,
চির-পিপাসায় তারি প্রেম বারে-বারে
অমৃতায়মান মরণের অমরণে ;
হারামুখখানি তাই বুঝি অমলিন
লুকায়ে আবার দেখা দেয় চিরদিন,
দ্বিগুণ সরস হরষের চুম্বনে।

ওগো প্রাক্তনী, চিরকাল সাথে থাকি'
এসেছ আবার সব স্মৃতি অবগাহি',—
অনেক কালের ভুলেছ সে-যাত্রা কি ?
চিরপুরাতন মোরে আর মনে নাহি ?
আনিয়াছি তাই আমি তব অনুরাগী
এ-জনমে শুধু এই গান তোমা' লাগি'
বিপুল পথের বিচিত্রকথা-বাহী !

সীতা

শকুন্তলা

উর্ব্বশী

বাসবদত্তা

উমা

বসন্তসেনা

মহাশ্বেতা

পত্রলেখা

# সীতা

জানকী-বন্ধু, জানকী তোমার কাঁদে একাকিনী নির্ব্বাসনে,—
কে আছে তোমার মতন নিঃস্ব, বসিয়া রাজার সিংহাসনে ?
শৈশব হতে যৌবন-শেষ, গৃহে ও বনে
চিরবন্ধন যার সাথে তব দেহে ও মনে,
যার তরে তব জিগীষা জাগিল, সভয়ে সাগর ছাড়িল পথ,
ছুটিল স্বর্ণপুরীর তোরণ ভাঙি' ভিখারীর বিজয়-রথ ;

দেবালয়ে আজ সে-দেবতা নাই, চলে গেছে দূর দূরান্তরে,
সুবর্ণময়ী ব্যথার প্রতিমা পড়ে আছে শুধু রাজার ঘরে।
রাজ্য ছিল না, পর্ণকুটীরে ভিখারী তুমি,
সে-কুটীর ছিল অনাবিল সুখস্বর্গভূমি ;
সারা দিন পরে সন্ধ্যায় যবে ফিরিতে, শ্রান্ত তনু ও মন,
ছিল না শয্যা আধেক শূন্য, গৃহে ছিল তব গৃহের ধন।

সার্থক হল লঙ্কা-বিজয়, বধূ লয়ে তুমি ফিরিলে ঘরে,
ধরণীর ভার ঘুচিল, তোমার জয়-সঙ্গীতে ভুবন ভরে ;
অরণ্যবাস চিরদিন তরে হয়েছে গত,
জানকীর মুখ দোহদ-খিন্ন-লজ্জানত ;
সুখের পাত্র পূর্ণ করিয়া ছোঁয়ালে যখন অধরে আনি
দারুণ দৈব একটি আঘাতে করিল চূর্ণ পাত্রখানি।

## প্রা ক্ত নী

গৃহে যে লক্ষ্মী বনে সহচরী কোথা আজ সেই রাজার রাণী,
দেহের মনের বিশ্রামভূমি, সারা জীবনের সে-কল্যাণী ;
কণ্ঠের সে যে বাহুবন্ধন তৃপ্তিলীন,
অন্তরে সে যে শীতচন্দন চিরনবীন ;
আজো চোখে-চোখে রয়েছে সে-রূপ, অঙ্গে-অঙ্গে পরশ-রস,
ভাবের শূন্য শিখরে বসিয়া কেমনে নিজেরে করেছ বশ ?

নয়নে তোমার কেহ কোনোদিন দেখেনি অশ্রু, মমতাহীন !
জানকীর সাথে সুখ চলে গেছে,—চলে যায় তবু নিশীথ-দিন ;
অন্তর-দাহ বহ্নির মত দুর্ব্বিষহ,
তবুও একাকী হাসিমুখে তুমি সকলি সহ ;
নিখিল-জনের কল্যাণতরে নিজ হাতে কর বিসর্জ্জন
নিজের যা' ছিল কল্যাণ তব, যে ছিল তোমার আপন জন।

ঝড় হয়ে গেছে ছিন্ন কুসুম অযত্নে কোথা লুটায় বনে,—
দেবতা নহ ত, মানুষের মত কেঁদেছ কি কভু সঙ্গোপনে ?
গৃহমন্দিরে নাই সে, গিয়েছে অনেক দিন,
মনোমন্দিরে আছে কি লুকায়ে ভাবনা-লীন ?
কেমনে দলেছ বুভুক্ষু দেহে জীবন্ত প্রাণ, হে বলীয়ান্,
শুধু মনোরথে ভাবনার পথে লভেছ গরিমা কি গরীয়ান্ ?

তব সন্তান গর্ভে ধরিয়া বনপথে সে ত চলিতে নারে,
তোমা' ছাড়া তারে রক্ষা কে করে, এ বিপদে আর ডাকিবে কারে ?
ধরার কন্যা, সর্ব্বসহা সে ধরার মত,
আজ নিদারুণ তব নিগ্রহ-বজ্রাহত ;
একদিন যার বিরহে, তোমার বিকল করুণ আর্ত্তনাদ
ধ্বনিত করেছে দণ্ডক-বন,—কোথা আজ সেই প্রেমোন্মাদ !

সে যে রাজ-ঋষি জনকের সুতা, জন্ম যজ্ঞভূমির 'পরে,
ভাঙিয়া হেলায় হর-কার্ম্মুক জিনেছিলে যারে স্বয়ম্বরে ;
সীঁথিতে তোমার সোহাগ-সিঁদূর আদরে ধরি'
তব রাজ্যের অশুভ কেমনে লইবে বরি' ?
তোমা' ছাড়া আর জানে ত কিছু, তাই সে এখনো তোমারি লাগি'
কল্যাণ যাচে, জনমে-জনমে পতিরূপে শুধু তোমারে মাগি' !

থাম থাম, তব ফিরাও দণ্ড, ওগো নিষ্ঠুর দণ্ডধর,
দোষীর লাগিয়া শাসন রাজার, নির্দ্দোষী সে ত স্বতন্তর ;
সোনার অঙ্গ পুড়িল না যার বহ্নিদাহে,
হে রাজন্, আজ কি দহনে আর পোড়াবে তাহে ?
রাজার ধর্ম্মে ঢাকিবে কেমনে মানুষের এই অগৌরব ?
যশোধন তুমি, এর চেয়ে হীন অপযশ আর কি সম্ভব ?

জীবনেরে করি' মরণ-অধিক, হৃদয়েরে করি' শ্মশান-ভূমি,
যাহা সুন্দর, তার বুকে বুঝি সত্যের শূল হানিবে তুমি ?
কামনার তাই কালকূটে তব কণ্ঠ নীল,
ভাব-তরঙ্গ মাথায় তোমার নৃত্যশীল ;
অরূপের ধ্যানে রূপেরে তেয়াগি', পীযূষ-পিয়াস তুচ্ছ করি'
হের মৃত্যুর কি অমৃত রূপ ভাব-নিমগ্ন নয়ন ভরি' ?

প্রাণের যজ্ঞে দেহ নাই, শুধু সোনার প্রতিমা কেমনে তব
হরিল নয়ন, ধরিয়া মূরতি মমতাবিহীন কি অভিনব ?
তবু আপনার প্রাণের পদ্ম উপাড়ি' ধরি',
চেতনারে নহে, বেদনারে নিলে বরণ করি' ;
সত্যের লাগি', সত্যসন্ধ, করিলে তুচ্ছ রাজ্যসুখ,—
রাজ্যের লাগি' রাজার মতন বরিলে সুচির বিরহ-দুখ।

নবীন নৃপতি প্রবীণ রাজ্যে, রঘু-দিলীপের বংশধর,
প্রজাপালকের কঠিন ধর্ম্ম করিল তোমারে কঠিনতর ;
প্রাণসম প্রিয়া, তার প্রতি তুমি করুণাহীন,
আপনার প্রতি তার চেয়ে বুঝি আরো কঠিন ;
মনস্বী তুমি সহিবে কেমনে সবিতার কুলে কলুষ-লেখা,
ফুলের মতন শুভ্র সে-প্রেমে বিশ্বের ক্রূর নখের রেখা।

রাজকুলবধূ, পুত্র-জননী, সহধর্ম্মিণী, রামের রাণী,
নহে তার তরে শুধু হাসি-খেলা,—নির্ব্বাক্ হোক্ প্রেমের বাণী।
রাম যে অভাগা, ললাটে তাহার সুখ ত নাই,
বনে একাকিনী কাঁদে অভাগিনী জানকী তাই ;
ক্ষুণ্ণ হবে না প্রজার কামনা, হোক্ সুখী শুধু এ ধরাতল,—
থাক্ বুকে গূঢ় বুকের বেদনা, চোখে অশ্রুত চোখের জল।

অদৃষ্ট শুধু হাসিল !—একদা শ্লথ হল তব বজ্রমুঠি,
বিশ্ববিজয়ী রাজার অশ্ব ধরিল সাহসে কে শিশু দু'টি ?
যে-মুখের ক্ষণ-দরশ হৃদয় নিত্য যাচে,
কে রচিল ওই যুগল-পদ্ম তাহারি ছাঁচে ?
তাপস-বালকে কে শিখাল কবে রামের করুণ চরিত-কথা
সহসা বাষ্পে ঢাকিল নয়ন,—পুরাতন ক্ষতে নূতন ব্যথা।

বক্ষের তলে এত বড় প্রাণ যার, সে কেমনে নয়ন মুদি'
ধরণীর রূপ-সরণী ত্যজিবে, দেহের নিয়তি নিয়ত রুধি' ?
খেয়াইয়া শুধু মানসের মায়া ঊর্দ্ধমুখে
ধরা নাহি পড়ে কামনার কায়া রিক্ত বুকে ;
রুদ্ধ রোদন হাহা করে কার একটু সরস পরশ লাগি',
কার বিগলিত-অশ্রু-ললিত মুখের একট দরশ মাগি' ?

ব্যথায় বিমুখ নহ তুমি, তবু কেবল ব্যথার বিলাস তরে
চলনি কল্পলোকের অলোক নিরালোক পথে গরবভরে ;
পাথর-নিথর বুকের আড়ালে দীপ্ত-বিভা
লুকালে তরল অনল-উৎস রাত্রি দিবা ;
সেই দিতে পারে জগত-জনের লাগিয়া শ্যামল বক্ষ পাতি'
যে রাখে চাপিয়া গোপনে আপন বুকের জ্বালাটি দিবস-রাতি !

তবু সে ত আর ফিরিল না ঘরে,—একবার তুমি কাঁদায়ে যারে
বিদায় দিয়েছ, হে দৃঢ়কল্প, এখন কেমনে ফিরাবে তারে ?
পুরাতন সুখ ফিরে না ত আর চলিয়া গেলে,
সে মুখের মত আর কোনো মুখ নাহি ত মেলে ;
ওগো উপবাসী উদাসী, কঠোর মুঠিতে মলিন বুকের মালা
ঝ'রে পড়ে, তারে জীয়াবে কেমনে, জুড়াবে শুষ্ক চোখের জ্বালা ?

জগতের মহাযজ্ঞে জ্বালিয়া আপনি আপন-আহুতি-শিখা,
কে পারে পরিতে দীপ্ত ললাটে দাহ-অবশেষ ভস্মটীকা !
মর্ম্মবিজয়ী নির্ম্মম ওগো মর্ম্মাহত,
নিত্যমরণে করেছ বরণ বীরের মত ;
প্রাণ আছে যার সেই দিতে পারে নিঃশেষে নিজ প্রাণের হবি,
যে করেছে জয় জীবনেরে, তার অমৃত গরল সমান সবি ।

দেবতার মত স্থির-গৌরবে এসনি নামিয়া স্বর্গ হ'তে,
মানুষের মত ধরেছ জীবন সুখদুখময় চেতন-স্রোতে ;
মানুষের সেই অস্থি-চর্ম্ম ক্ষুধা-আলয়,
মানুষের সেই বুদ্ধি-ধর্ম্ম কামনাময়,
ভেঙে-চুরে তবু সে-মরজন্ম অমর তোমার মহিমা ঝরে ;
মানুষের রূপে আসে না দেবতা, দেবতার রূপ মানুষ ধরে।

হে গৃহ-তাপস, স্বার্থবিনাশী, সুখদুখজয়ী শক্তিমান্,
যুগ-যুগ ধরি' জগৎ তোমাবে করেছে পূজার অর্ঘ্যদান ;
মানুষের মত রিক্ত জীবনে সহিয়া সব,
দেবতার মত লভেছ মরণে কি গৌরব ?
বেদনার সেই গূঢ় ইতিহাস প্রাণ-রণ-রূঢ় বুকের তলে
পূজার পুষ্পে ঢেকেছে কি সব, মুছেছে সীতার অশ্রুজলে ?

শকুন্তলা

এতদিন পরে, হে রাজন্, আজ পড়িল কি মনে তারে,
রাজসভাতলে নয়নের জলে বিদায় দিয়েছ যারে ?
প্রাণের নিকষে সে-সোনার দাগ
ফুটিল আবার ধরি' নব রাগ ?
জ্বলিয়া যে-শিখা নিভেছে বিস্মরণের ভস্মভারে
হল সে আবার দ্বিগুণ দীপ্ত নিয়তির ফুৎকারে ?

পড়িল কি মনে সেই মুখখানি অশ্রুর কুয়াসায়,
আরো সুন্দর মিলনের চেয়ে বিরহের পিপাসায় ?
পুরাতন, তবু পুরাতন নয়,
চিরনূতনের নব পরিচয় ;
মুছে-মুছে যেন ফিরে-ফিরে ফোটে শরতের বরষায়
নিত্য-অলোক আলোকের লেখা নির্ভরে নিরাশায়।

জীবিতরূপিণী জায়া আজ হল স্বপ্নের সঙ্গিনী,
তনুতটে আর উছলে না তার রূপের মন্দাকিনী।
বিবাহের শুভ হোমধূমভার
করেনি অরুণ আঁখি দু'টি তার,
তবু সে-আঁখিরে নিমেষে কখন তব আঁখি নিল চিনি'
সে বুঝি তোমার চিরজনমের মানস-সীমন্তিনী।

জননী তাহার মোহিনী মেনকা কামরূপা অপ্সরা,
কল্পলোকের কামনায় যার নিটোল তমুটি গড়া ;
স্বর্গের রূপ-অর্ঘ্যের ছল
দৃপ্ত তাপসে করিল পাগল,
সুর-তরুণীর তমুর মৃণালে মঞ্জরী মনোহরা
ফুটিল তোমারি লাগিয়া লীলার লাবণ্য-মন্থরা।

স্বর্গ-লীলার স্বর্ণলতিকা, তবু ধরণীর সনে
বাঁধা ছিল তার তমুর তন্ত্রী বেদনার মূর্চ্ছনে ;
তরু-মিথুনের মাধবী-মিলন
চঞ্চল করে যার দেহ-মন,
যৌবন যার বাঁধা নাহি পড়ে বল্কল-বন্ধনে,
নব অনুরাগ অমৃতায়মান যার রূপ-উপবনে।

বিটপ-কোমল বাহু দু'টি তার, অঙ্গে-অঙ্গে ঝরে
নব বসন্তে লোভনীয় শোভা মঞ্জরি' থরে থরে ;
অধরে মঞ্জু কিশলয়-রাগ,
বুকে মধুময় সুরভি পরাগ,
বল্লীর মত বল্লী-বিতানে দাঁড়াল সে ক্ষণতরে,
নবমালিকাটি সহকারে যেথা নব আশ্লেষে ধরে।

রুদ্ধ আবাসে বদ্ধ বাতাসে রাজার প্রমোদ-বনে
যত গরবিণী উদ্যান-লতা গুমরে সঙ্গোপনে ;
অলকের পাশে ঝলকে না তার
দীপ-উজ্জ্বল হীরকের হার,—
সে যে মমতার নব সোমলতা ধরণীর তপোবনে,
দেবদুর্ল্লভ চেতনার ধারা বেদনার নন্দনে।

ঘটের স্তন্য এনেছে বহিয়া তরুশিশুদের তরে,
শস্পের লাগি' মৃগশিশুগুলি পায়ে-পায়ে খেলা করে ;
কোথা তরুতলে গর্ভের ভার
বহিতে পারে না মৃগবধূ আর ;
বিহরে কোথায় হংস-মিথুন নদীসৈকত'পরে ;
তরু-কোটরের শুকশিশুমুখে নীবারের কণা ঝরে।

ঘটসেচনের শ্রমজলকণা এখনো কপোলে ভাসে,
লোধ্র-ফুলের পাণ্ডুর রেণু মুখে তার মুছে আসে ;
রক্ত কোমল দু'টি করতল
ফুটে আছে যেন রক্তকমল,
এখনো লগ্ন কানের শিরীষ শ্লথ-কুন্তল-পাশে,
এখনো থামেনি বক্ষ-বেপথু ঘনতর নিঃশ্বাসে।

তোমার প্রাণের স্বর্ণকমল সে-রূপরশ্মিরাগে
পঞ্চেন্দ্রিয়-পর্ণ বিথারি' বসন্তপ্রাতে জাগে ;
সঞ্চিত মধু অধরে তাহার
লাঞ্ছিত করে অলি বার-বার,—
কোথা পৌরব, তাপস-তনয়া তোমার শরণ মাগে ;
কে জানে কখন্ তবু অপাঙ্গে লজ্জার লেখা লাগে।

চকিতে হল সে-চোখ ছু'টি নত, তবু সহকার-তলে
দাঁড়াল ফিরিয়া, বল্কল-বাস শাখায় বাঁধায়ে ছলে ;
কুশ-অঙ্কুর বি ধিল ছু'পায়,
ছু'আঁখি কেবল ফিরে-ফিরে চায় ;
কণ্ঠ-মৃণালে ঈষৎ-বলিত ললিত মুখোৎপলে
ফুটিল হাসির অরুণ-কিরণ সলজ্জ কুতূহলে।

দৃষ্টিতে রচে বন্দন-মালা নয়ন-ইন্দীবরে,
হাসিতে কুড়ায় একরাশি ফুল কুন্দ-যূথীর থরে ;
পরম অতিথি প্রাণ-বল্লভ,—
প্রসারিত করি' বাহু-পল্লব
বিগলিত-স্বেদ বুকের অর্ঘ্যে পূর্ণকলস ভরে ;
আপন তনুতে তন্বী রচিল মঙ্গল তার তরে।

তবু, মহারাজ, একি হল আজ,—শান্ত মালিনীতীরে
উঠে উদ্ধত জন-কোলাহল তপোবন-ভূমি ঘিরে ;
বল্কলগুলি বৃক্ষশাখায়,
নগরের ধূলি ছেয়ে গেল তায় ;
তব তুরগের খুরহত রেণু মন্দিরে মন্দিরে
পড়িল আসিয়া, শলভের মত, আশ্রমতরুশিরে।

কোথা হতে আজ মত্ত বারণ তপোবনে ছুটে আসে,
আঁখি-চঞ্চল হরিণের দল পলাইয়া যায় ত্রাসে ;
শ্যামল শান্তি উটজ-ভূমির
ভেঙে-চুরে দেয় ভঙ্গ-অধীর,
চরণে টানিয়া ব্রততী-বলয় জড়ায় আপন ফাঁসে ;
আর তপোবন-মধ্য-সায়রে পদ্মটি নাহি ভাসে।

দাঁড়ালে না তুমি দুয়ারে আসিয়া ক্ষণেক দ্বিধার ভরে,
পৌরুষ আর যৌবন শুধু জেগেছিল অন্তরে ;
বলীয়ান্ তব বিপুল হৃদয়
বাঞ্ছিত যাহা করেছে বিজয়,
কোনোদিন তাহে নাহি সংশয় ; বক্ষের পঞ্জরে
ছিল প্রাণ তাই প্রেমের পাত্র ধরিলে অধর'পরে।

নিঃশেষে যাহা করেছিলে পান অধীর অধরে ধরি',
সব প্রাণ দিয়ে একটি মধুর চুম্বনে নিলে ভরি',
হে প্রেমিক, সে কি অমৃতের রস?
এনেছিল শুধু হাসির হরষ?
ছিল না তপের তাপের পরশ?—তাই আঁখিজলে ঝরি'
এতদিনে বুঝি জুড়ালে জীবন, অমর মরণে মরি'?

পৌরব কভু ভুল নাহি করে?—ভুল ক'রে ভালবেসে
কাঁদিয়া কাঁদায়ে, দিয়েছ নিয়েছ এতদিনে নিঃশেষে।
সে ছিল বিলাস, ছিল না বেদনা;
ছিল অনুভূতি, ছিল না চেতনা;
নিজেরে হারায়ে পেয়েছ নিজেরে, অজানারে জানা-শেষে;
কণ্ঠে গরল ধরিয়া চলেছ অমৃতের উদ্দেশে।

সেদিন আপন স্বপনে অলস ছিলে অচেতন-সুখে,
কঠোর দৈব তাই অভিশাপ-বজ্র হানিল বুকে;
আগুন যাহারে করেছে পরশ
সেই জানে শুধু জ্বালার হরষ;
ভুল করিবার অধিকারে আজ বাসনা-বহ্নিমুখে
লভেছ দিব্য দহন-দীপ্তি সুখ-দুঃসহ দুখে।

ক্ষণ-মিলনের উপবনে যারে পেয়েছিলে দেহে-মনে
হারামুখ তার জাগে অনিবার বিরহের তপোবনে ;
বাঁধি' বাহুডোরে, নিথর নয়ন
যে-রূপের রাগ করিল চয়ন,
মিশে গেল সেই কামনার কায়া স্বপ্নের ছায়াসনে ;
ফিরিবে না সে কি আর কোনোদিন দর্শনে স্পর্শনে ?

ইন্দুপাণ্ডু ক্ষৌমবসনে অবগুণ্ঠনে ঢাকা
অস্ফুট সেই দেহের দীপ্তি আজো আছে চোখে আঁকা ;
অঙ্গে তাহার দোহদ-চিহ্ন,
পথের ক্লান্তি করেনি খিন্ন ;
সরল নয়নে ঝরে না গরল, কটাক্ষ নহে বাঁকা ;
করুণ কাতর মুখখানি, তবু কত যেন মধুমাখা।

উঠেছিল বুঝি সারা বনভূমি সেই বিদায়ের ক্ষণে
শিহরি' অলখে কোন্ অকথিত শঙ্কার কম্পনে।
ধূমনিরুদ্ধ যদিও নয়ন
লভেছিল হবি তবু হুতাশন,—
তবে কেন আজ সহসা বজ্র স্ফুরে নবনীল ঘনে ?
দ্রুমাধিরোহিণী আশার লতিকা লুটায় ধূলার সনে।

হায় পুরুষের পরুষ ভাষণ, সব চেয়ে লাগে প্রাণে
শঠতার সেই ক্রূর পরিহাস—বেদনায় ছুরি হানে ;
অপমান সাথে দিলে অপবাদ,
অপরাধী হয়ে ধর অপরাধ ;
ভ্রুকুটি-কুটিল দীপ্ত নয়নে ধিক্কারে অভিমানে,
অমরীর নহে, ঋষির কন্যা চাহিল তোমার পানে।

আর্য্যপুত্র অনার্য্য হল রাজার সিংহাসনে,—
পৌরব, তব গৌরব কোথা গেল সে-সম্বোধনে ?
সেই প্রীতি ধরে এই রীতি আজ,
তবে আর মিছে স্মরণে কি কাজ ?
ব্যথার মূল্যে বিকায়েছে মোহ, অনিত্য-নন্দনে
দুর্ল্লভ যাহা পড়িল না ধরা সুলভের বন্ধনে।

আপনারে তাই নিগ্রহ করি' তোমার প্রত্যাদেশে
তাপস-তনয়া কি-তপের লাগি' চলে গেল কোন্ দেশে।
সোমলতা নয়, সে যে শমীলতা,
যজ্ঞ-সমিধ্, বুকে গূঢ় ব্যথা ;
পূর্ব্বরাগের প্রভাতের তারা, দিনের দহন-শেষে
ফুটিবে না আর শান্তিমগন সন্ধ্যাগগনে হেসে ?

চিনিলে না তারে, তাই চলে গেল,—তবু কেন বারে-বারে
অজানার ব্যথা নিগূঢ় আঘাত করে মর্ম্মের দ্বারে?
যা'-কিছু রম্য, যা'-কিছু মধুর
করে কেন আজ হৃদয় বিধুর?
কত জনমের চির-বিস্মৃত পরিচয় বুঝি তারে
বিহ্বল করে ভাব-সুনিবিড় বেদনার হাহাকারে।

যে-নয়ন তুমি ফিরালে সেদিন হাসি' অবজ্ঞাভরে
সে-নয়নে আজ আঁধার নেমেছে, অবিরল ধারা ঝরে;
অকরুণ তুমি দেখনি সেদিন
মুখখানি মূক দুঃখ-মলিন,
আঁখির পদ্ম মথিত নিবিড় অশ্রুর নির্ঝরে,—
তাই চোখে তব সেই নির্ঝর, মুখে কথা নাহি সরে।

স্মৃতির শিখায় প্রীতির প্রদীপ জ্বালিয়া আরতি করি'
অবোধ হৃদয় আশ্বাস মাগে অদৃশ্য পায়ে পড়ি'।
অনাদরে ঝরি' মুকুল মিলায়,
তবু অগোচর গন্ধ বিলায়;
অঙ্গুরী তার ফিরে এল, তবু কোথা সেই সুন্দরী?
শুধু নাম জপি' কাটেনা ত আর বিরহের বিভাবরী।

তাই রূপরস-পরশ মাগিয়া বিরহের তীরে-তীরে
অনঙ্গ আজ অঙ্গের লাগি' কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে ;
দেহের স্নেহটি বেড়িয়া অপার
বিদেহ বাসনা করে হাহাকার ;
ফুলকুন্তলা শকুন্তলা সে জাগে আজ আঁখিনীরে
একবেণীধরা পাণ্ডু-অধরা বিরহের মন্দিরে ।

কোন্ তপোবনে আবার তাহার হেরিবে সে-মুখখানি,
পরিহরি' সব বাসনা-দম্ভ নিজেরে ধন্য মানি' ;
অধরে রবে না রোষের স্ফুরণ,
জলে ধুয়ে মুছে স্বচ্ছ নয়ন,
শুধু দু'জনার হৃদয় দু'জনে কবে ল'বে সন্ধানি' ?
মর্ত্তের প্রিয়া হবে কি আবার স্বর্গের কল্যাণী ?

দু'জনার বুঝি ভাব-বন্ধন আবার নূতন করি'
বাঁধিবে ক্ষুদ্র দু'টি শিশুকর পরশের রসে ভরি' ;
দু'জনে চুমিয়া সে-মুখকমল
হবে দু'জনার নয়ন সজল,
শিশু-অঙ্গের ধূলার পরশ আপন অঙ্গে ধরি' ;
পরিণত হবে শরতের ফলে বসন্ত-মঞ্জরী ।

উর্ব্বশী

কোথায় বনে বনে পাগল হয়ে ভ্রমিছে পুরূরবা একা,
আকাশে আজো বুঝি উর্ব্বশীর নয়ন দু'টি যায় দেখা ;
প্রথম উষাসম গেছে সে চলি', তবুও নবনীল মেঘে
পক্ষ্মছায়াঘন সজল আঁখি এখনো আছে বুঝি জেগে।

মেদুর প্রাবৃটের মুদির-ছায়া নেমেছে আজ চারিধারে,
কানন, প্রান্তর, নদীর তীর ঢেকেছে নব বারিধারে ;
ছেয়েছে শ্যামলিমা গগন-সীমা, মেঘের গুরু গরজনে
আর্দ্র উতরোল বাদল-বায়ু উচ্ছ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে।

তিমির-সুনিবিড় বিরহ-মায়া নেমেছে হৃদয়ের পারে,
অশ্রুধারে কত আর্ত্তনাদ গুমরি' ওঠে বারে-বারে ;
ঘিরেছে যেন তার স্নেহের লীলা শতেক রূপে ছল্-ছল্
শ্যামল সমারোহে বাসনাঘন ব্যথার ভারে চঞ্চল।

কেতকু-তটভূমে কাঁপিছে ছায়া, কাঁপিছে আলো কালো জলে,
আকুল হয়ে কত বকুল ঝরে সজল তীর-তৃণতলে ;
কলাপী-কলরবে বিজন বনে বাসনা-ব্যাকুলতা জাগে,
নয়নে বুঝি আজ মেঘের যত অতনু অঞ্জন লাগে।

## প্রা ক্ত নী

অরুণরাগহীন মলিন দিন, কদমরেণু বনে বনে
ঝরিছে অশরণ বেদনা যেন আঁখির ঘন-বরিষণে ;
চমকে চপলার চকিত আলো, গগনে আগুনের রেখা,
শ্যামল বসনের আঁচলে যেন ঝলকে কনকের লেখা।

বরষা-বীথিকার যূথিকা-বাস উতল বায়ে ভেসে আসে,
নয়ননীরে তার ধৌত যেন ব্যথাটি বহে নিঃশ্বাসে ;
আকাশ বেয়ে বুঝি অঝোরে ঝরে মনের জনহীন বনে
স্তনের হার হতে মুকুতা-ধারা অশ্রু-মুকুতার সনে।

রণিত-মনোহর বাদলধারা-ধ্বনিত ঘনবনমাঝে
চকিত চরণের চপল সুরে মায়ার মঞ্জীর বাজে ;
স্তবক-ভার-নত লতার দেহে পূর্ণ তনু তার ফোটে,
সোহাগ-সুরভিত পরশ যেন বাতাসে সরসিয়া ওঠে

ছায়া সে নিষ্ঠুর, পবনসম তাহারে ধরা নাহি যায়,
পরশে তার তবু প্রাণের বাঁশি ফুকারি' ওঠে উভরায় ;
দেবতা সে যে আজ মমতাহীন—বুকে কি আছে কোনো দাগ ?
নিমেষহীন আজ নয়ন তার, সেথা কি ফোটে স্নেহরাগ ?

## উর্ব্বশী

প্রথম দিনে যবে জীবনমাঝে মানবীরূপে উর্ব্বশী
আসিল, নীহারিকা-কুহেলি হতে তারার দীপ্তিতে খসি',
আলোকে পুলকিত নগ্ন তনু ফুটিল আকাশের জলে
নিখিল-যৌবন পূর্ণ হয়ে একটি যেন শতদলে।

মর্ত্ত-বাসনার মলয়-বায় শিহরি' কাঁপি' চারিপাশে
সে-রূপশতদলে মূরছি' পড়ে ধরার নব মধুমাসে,
আবরি' সোহাগের আবেশে তারে বসনসম রহে ঘিরি',
চরণে, মুখে, বুকে, কটির তটে আদর-আগ্রহে ফিরি'।

সেদিন পড়ে মনে যেদিন আসি' বাহুর পাশে দিল ধরা
অতনু-কম্পিত তনুটি তার, দুখের মত সুখে গড়া ;
ঢাকিয়া দিল ঝরি' আকুল করি' মেঘের মত কালো কেশ,
অধরে ছিল শুধু সুরস সুরা—হ'ত না চুম্বনে শেষ।

সকল দেহ-মন মথিত করি' ঝাঁপিয়া বুকে নিষ্ঠুর
সোহাগে পাকে-পাকে রাগের রসে করিল বুক শতচূর ;
যেমন রাকাশশী সিন্ধুনীর ক্ষুভিয়া শতবার টুটে,
যেমন মধুমাসে অধীর বায়ু দলিয়া ফুলবন লুটে।

পুলকে আনি' নব জীবন, তবু মরণসম ভালবাসা
নিমেষে হরি' লয় নিখিল প্রাণ, প্রাণের যত আশা ভাষা ;
প্রাণের সাথে দেহ হরিয়া লয়, লজ্জা দেহ হতে হরে,
লজ্জা-সাথে লয় লজ্জাবাস, লুপ্ত করি' চরাচরে।

মগ্ন দু'টি প্রাণ নগ্ন যেন অপার আকাশের তলে,
সরমহীন সুখে কুণ্ঠাহীন কামনা শুধু উচ্ছলে ;
হাস্য ক্রন্দন দিবস নিশা মিশিয়া যায় একাকারে,
পলকসম কাটে একটি যুগ, পলক যুগসম বাড়ে।

দেহের বন্ধন দেহের সাথে প্রাণের দৃঢ় বন্ধনে
নিবিড় হয়ে ছিল জীবন-মোহে তৃষার চির-গ্রন্থনে ;
আজ সে-বন্ধন ছিঁড়িয়া গেছে চেতনা-স্পন্দন-সাথে,
লুটায় ধূলামাঝে দেহের ভার প্রাণের আলোহীন রাতে।

ক্ষণেক বিহরি' সে তনুর তটে চলিয়া গেল সুরপুরে,
উথলে উন্মাদ-আবেগ তাই হৃদয়-অম্বুধি জুড়ে ;
ফুটিল ইন্দ্রিয়-পদ্মে কেন অরূপ সে-রূপের রেখা ?
দেহের ভঙ্গুর জলদে কেন ত্রিদিব-তড়িতের লেখা ?

ভুবন-ভবনে সে আসিল কেন প্রাণের পরিধির মাঝে
স্বর্গ-স্বপ্নের শূন্য হতে মর্ত্ত-মমতার সাজে ?
ধরার রাগে-রসে ধরার রূপে তরুণ তনুখানি গড়া,—
মরের প্রেমে কেন দিল সে দেখা অমরা হতে অপ্সরা ?

নহে সে ধরণীর, ধরিল যারে অধীর পুরূরবা বুকে
জীবনলীলা-মাঝে দিবস-রাতি লভিয়া দুঃখে ও সুখে ?
কোথা সে-দেবলোক অলোক-পথে, পলক যেথা নাহি পড়ে,
কায়াটি ছায়াহীন, বিদেহ স্নেহ, নয়ন যেথা নাহি ঝরে!

পিছনে সম্মুখে তিমিররাশি, মধ্যে ভুবনের দীপ ;
বেড়িয়া অজ্ঞাত জলধি বহে, মধ্যে জীবনের দ্বীপ ;
রূপের নির্ম্মাণ অরূপ হতে, আঁধার-মাঝে এই আলো,
মরণ-মাঝে ক্ষণজন্ম-বর লেগেছে তাই এত ভালো।

ছয়টি ঋতু হেথা ফুলে ও ফলে ভরেছে কান্তির ডালি,
সূর্য্য শশী তারা আশিস্-আলো রেখেছে দিনরাত জ্বালি' ;
আকাশ মুখপানে চাহিয়া রয়, ধরণী লয় তুলে বুকে,
বিশ্ব-প্রাঙ্গণে পলকতরে জীবন জাগে সুখে-দুখে।

## প্রাক্তনী

মাটির দীপ দেহ, স্নেহের রসে বাসনা-বর্ত্তিকা ধরি'
প্রাণের প্রমুদিত প্রভাটি জ্বলে মরণ-বায়ে থরথরি' ;
থাক্ না ধূমায়িত জ্বালা ও কালি, ভস্ম দাহ-অবশেষে,
দীপ্তি তবু তার দহন-রসে আঁধারে ফুটে ওঠে হেসে।

তামসী রাত্রির যাত্রী এসে আয়ুর আলো-কণাটিরে
ক্ষণেক ধরি' লভে নাম ও রূপ তনুর তীর্থের তীরে ;
মহিমা ধরে চোখে মহীর কায়া, মায়ার মমতার মেলা,
পরশ, পরিমল, প্রীতির গীতি, বর্ণ-স্বর্ণের খেলা।

ধরণী আছে ওগো তেমনি আজো সুবাসে সুষমায় জাগি',
দিবস-রজনীর আঁধার-আলো জাগিয়া আছে তোমা' লাগি' ;
আবার মর্ত্তের মাধুরীমাঝে লক্ষ-জীব-কলরবে
এসে গো নিশীথের নিলয় হতে আলোক-ছায়া-উৎসবে।

বক্ষে আজো সেই পরশ জাগে, চক্ষে চাহনিটি আঁকা,
প্রাণের পরিমল ভাসিছে প্রাণে, কণ্ঠরব কানে মাখা ;
মরমে মেদিনীর মমতা-মণি—কে চাহে স্বর্গের সুধা ?
শূন্যপানে চেয়ে শুষ্ক তালু,—আজো সে-দেহ, সেই ক্ষুধা।

অনেক হাসিমুখ জীবন-তীরে ছায়ার মত আসে যায়,
তবুও তারি মাঝে একটি মুখ নয়ন খুঁজে নাহি পায় ;
একটি মূরতি সে অনেক দিনে গড়িয়া ওঠে ছায়ালোকে,
তুলনা নাহি তার ভুবনমাঝে,—আর সে পড়িবে না চোখে ?

বিরহ-জলধর অশ্রুমাখা প্রাণের প্রান্তর 'পরে
নিবিড় নিরাতপ ব্যর্থতার ব্যথার নির্ঝরে ঝরে ;
জন্ম-পদ্মের সুরভিমাঝে এস গো এস সঞ্চরি',
আবার উর্ব্বীর উর্ব্বশীর মমতা-মূর্ত্তিটি ধরি' ।

# বাসবদত্তা

ফাগুনের ফুলবন
ভরি' কত ফুল ফুটালে উদয়ে, হে উদার উদয়ন ?
মেলিয়াছে কত কিশোরী কলিকা আঁখি সৌরভ-নত,
প্রস্ফুট-দল কত মঞ্জরী গৌরব-উন্নত ?
যামিনীর কত কামিনী-কুসুম, প্রভাতের শেফালিকা,
দিনের দীপ্ত সূর্য্যমুখী ও সন্ধ্যার মল্লিকা ?

এনেছে তোমার তরে
ফুল-জনমের যত লঘুলীলা নিতান্ত নির্ভরে ;
ছেয়েছে তোমার সকল অঙ্গ পরাগ-অঙ্গরাগে,
সুবাসে অধীর করেছে মদির ফুলতনু-অনুরাগে ;
মানসের মধু নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' ধরেছে অধর-দলে,
ঝরেছে আকুল আঁখির শিশিরে তোমার চরণতলে

রূপের সে-উপবনে
কোকিল-আলাপে কেকা-কলরবে কপোত-কুহর-সনে
ভাসিয়া বেড়ায় সুখ-গুঞ্জর ফুলদল-অন্তরে
বীণাবেণুতানে মদ-মন্থর মদনের মন্তরে ;
উছলিয়া উঠে প্রীতির প্লাবন কায়া-কূলে মর্ম্মরি',
বক্ষশিলায় লক্ষ লীলায় নিরবধি নির্ঝরি'।

কতবার গুঞ্জরি'
সরস পরশে তব প্রাণ-বীণা উঠিয়াছে থরথরি' ;
কত নামহারা নায়িকা তোমার—কোথা আজ তারা গত ?
কত মাধবিকা, বকুলাবলিকা, ইন্দীবরিকা কত ;
বিচিত্র লীলা-হেলায় যাহারা যৌবন-উন্মনা
আঁকিল প্রাণের ফলকে আলোক-আঁধারের আলিপনা।

প্রথম-মিলন-ভীতা
মুগ্ধা কেহ সে পুলক-আকুলা চুম্বন-চমকিতা ;
ধৃষ্ট তোমারে প্রগল্‌ভা কেহ বেঁধেছে মেখলাদামে
লীলা-উৎপলে আঘাত করেছে যৌবন-উদ্দামে ;
আদরিণী কেহ আধহাসি হেসে আধেক আঁখির ঠারে
গিয়েছে লুটায়ে বসনাঞ্চল চঞ্চল সঞ্চারে।

কোপের সোহাগে ভরা
ভুরু বাঁকায়েছে ভাণ করি' কোনো ভামিনী স্ফুরিতাধরা ;
বেণী বিনাইয়া বেঁধেছে কবরী কেহ কত সযতনে,
পত্রলেখাটি এঁকেছে বক্ষে কস্তুরী-চন্দনে ;
কাজল-উজল আঁখির প্রসাদে, হাসিটির অনুনয়ে
করেছে স্নিগ্ধ সারা প্রাণ কেহ স্নেহরস-সঞ্চয়ে।

চেয়েছে প্রতীক্ষায়
কুসুম-আসনে কেহ অনিমেষে মণিময় বেদিকায় ;
চলেছে আঁধারে কেহ অভিসারে, তড়িত-চকিত-আঁখি,
তেয়াগি' অধীর পদ-মঞ্জীর, নীলবাসে তনু ঢাকি' ;
বিরহিণী কেহ বেপথু-বিধুর বাহুতে লয়েছে টানি',
বিছায়ে পূর্ণ পূর্ণিমা-রাতে শুভ্র আঁচলখানি ।

ছিল কত সবিলাস
বাপীজলকেলি, নর্ম্ম-বিনোদ, প্রমোদের পরিহাস,
মধুপান-সাথে ভুরুর ভঙ্গ মদকল-প্রলাপন,
শিখীর নৃত্য, কপোতের কেলি, সারিকার আলাপন,
মদনোৎসব, জ্যোৎস্না-জাগর, বনানীতে বিচরণ,
ঝুলনের মেলা, আবীরের খেলা, কদম্বফুল-রণ ।

কত নূপুরের ধ্বনি,
কটির প্রান্তে চপল মুখর মেখলার রণরণি,
কত এলোচুলে ফুলের গন্ধ, চক্ষের অঞ্জন,
চারু-চরণের অরুণ-লাক্ষা, বক্ষের চন্দন,
ললাটের তটে তিলকের লেখা, সীমন্তে অঞ্চল,
নীল অম্বরে নীবির বন্ধ করে তোমা' চঞ্চল ।

তব কান্তারা আনে
ক্লান্ত-কান্ত মাধুরীটি শুধু পুলক-লোলুপ প্রাণে ;
খেলার হেলার বিলাসে অলস মনোজের মনোরথে
জীবন তোমার চলে চারুতার ফুল-সুকোমল পথে ;
প্রসাদে-বিষাদে, আলাপে-প্রলাপে, উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে
বহে বাসনার ব্যথাটি বাতাসে নিঃসহ নিঃশ্বাসে।

চাহি তব মুখপানে
তাহারা কেবল যৌবন-পুটে রূপ-উপহার আনে ;
ফুটিয়া তনুর তনিমা-বিলাসে বিলাইয়া সৌরভ
তিমিরে রৌদ্রে সহে হাসিমুখে সোহাগের ঢেউ সব ;
বহে বুকে শুধু বাসনার মধু ভক্তভৃঙ্গতরে,—
দিনটি ফুরালে বেদনা-বৃন্তে নীরবে ঝরিয়া পড়ে।

মনে আছে সেই কবে
শীতের অন্তে নব বসন্তে মদন-মহোৎসবে,
ঝরে অতনুর তূণসঙ্গিনী সহকার-মঞ্জরী,
করে তারে যেন গরলদিগ্ধ মধুকর সঞ্চরি’,
বাসবদত্তা পূজিল তোমারে বসন্ত-মঙ্গলে
নবমাধবীর বীথির বিতানে অশোক-তরুর তলে ?

সারা কোশাম্বী-পুরী
ফাগুনের ফাগে অশোকের রাগে উঠেছিল বিচ্ছুরি' ;
নাগর-নাগরী রাজ-রথ্যায় ছুটে পীতবাস পরি'
কুঙ্কুম-করে হাসির লহরে শৃঙ্গকে জল ভরি' ;
নৃত্যগীতের কল-উচ্ছ্বাস উছলে যমুনাতীরে,
মৃদু মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে অনঙ্গ-মন্দিরে।

সেই-সে প্রভাতকালে
কে তরুণী আসি' দাঁড়াল কখন্ বিটপী-অন্তরালে ;
মদনোৎসবে মদনের মত বসেছিলে হাসিমুখে,
বাসবদত্তা অর্ঘ্যটি আনি' ধরেছিল সম্মুখে,—
কে আড়ালে থাকি' নমিল তোমারে দূর হতে জোড়-করে
প্রিয়দর্শন মকরকেতন ভাবিয়া ভক্তিভরে ?

ফুল-অঞ্জলি ভরি'
পূজিল তোমারে একান্তমনে দূর হতে সুন্দরী ;
কাঁপিল সহসা সকল অঙ্গ অনঙ্গ-শিহরণে—
সকল কামনা কামদেব বুঝি পূরাল এতক্ষণে ;
তরুতলে তব মধুর মূরতি হেরিল আড়ালে থাকি',
নিল নিশ্চল দু'টি আঁখিতারা তব আঁখি দু'টি আঁকি'।

তরণী-নিমজ্জনে
পেয়ে তারে কবে বাসবদত্তা রাখিল আপন সনে ;
সিংহল-নরপতির তনয়া ছিল সে ভট্টারিকা,
সাতসাগরের মন্থন-ধন, নাম তার সাগরিকা ;
পরিচয় তার কেহ নাহি জানে—আসিল সাগরস্রোতে,
বাসবদত্তা রাখিল তাহারে তোমার দৃষ্টি হ'তে।

তুমি তাই কোনোদিন
দেখ নাই তারে, নিভৃতে কোথায় তব অবরোধ-লীন ;
দৈব সেদিন প্রভাতে হাসিয়া কি ঘটাল নাহি জানি—
কোন্ দ্বীপ হ'তে সাগরের স্রোতে কি রত্ন দিল আনি'
ভুবনে ভ্রমিছে মদন-শাসন—বিভ্রমী যৌবন—
কে এড়াবে তার ললিত লীলার নিষ্ঠুর নিপীড়ন।

তাই বালা কত সহে,
দুর্লভ-জন-কামনা তাহার মনটি নিভৃতে দহে ;
অনঙ্গ-লেখ লিখিয়া গোপনে কত সে লুকায়ে রাখে,
প্রাণে-আঁকা তব ছবিটি যতনে চিত্র-ফলকে আঁকে,—
যেন কামদেব কাম্য-মূরতি অশোক-তরুর তলে ;
সখী তার আঁকে তারি পাশে তারে রতিরূপে কত ছলে।

রিক্ত রজনী জাগি'
কে জানে কত সে নিশুতি-শয়নে কেঁদেছিল তোমা' লাগি'
তুমি দেখিলে না, তুমি জানিলে না বুকে তার কত ব্যথা,
দাঁড়ায়ে আড়ালে বিটপীর তলে বহিল কি ব্যাকুলতা ;
ভাষাহীন সেই আশাহীন দুখে নিকুঞ্জবনে আসি'
মরণ শরণ করিল সে শেষে, গলে দিল লতাফাঁসী।

সেদিন দৈব আনি'
*দিয়েছিল তব করে তার সেই অঙ্কিত ছবিখানি ;*
*তাই গোধূলিতে নিভৃতে আসিয়া তাহারি অন্বেষণে*
*হেরিলে তাহারে প্রথম সেদিন মরণ-আলিঙ্গনে ;*
লতাফাঁস খুলি' বাহুপাশ তব জড়ালে কণ্ঠে তার—
তব আশ্লেষে নূতন মরণে মরিল সে আর-বার।

কখনো তোমার তরে
এত ফুল বুঝি তব ফুলবনে ফোটেনি একত্তরে ;
দেহে চম্পক, অধরে অশোক, নয়নে নীলোৎপল,
সরস উরসে যুগ্মপদ্ম, ভুজে কেতকের দল,—
কত অনর্ঘ পুষ্প-অর্ঘ্য অঙ্গে-অঙ্গে ফুটে'
দেহের মনের গূঢ় চেতনার বেদনাবন্ধ টুটে।

অস্তমেঘের মাঝে
কুপিতা-কামিনী-কপোলের রঙে ফোটে আলো সেই সাঁঝে ;
সে-আলোকে হেরি' মুখখানি তার, চরাচর হল ভুল,—
কি সুধায় গড়া, সে-মুখের বুঝি নাহি আর সমতুল ;
সহসা কখন বাসবদত্তা দাঁড়াল সেখানে আসি'—
অস্তমেঘের রঙটি তাহার কপোলে উঠিল ভাসি' !

প্রাণহীন সুখে সুখী
ধৃষ্ট ধূর্ত্ত তুমি চিরদিন বঞ্চনা-কৌতুকী ;
করি' ভ্রূভঙ্গ বাসবদত্তা চাহিল তোমার পানে,
তুমি দেখ শুধু—ফুলধনু সেথা নব ধনু যেন টানে ;
কোপ-কষায়িত কপোল-কান্তি যেন রাঙা উৎপল,—
মানিনীর মান ভাঙাবার তরে হলে তুমি চঞ্চল ।

পড়িলে চরণতলে,
ভুলিয়াও তবু বাসবদত্তা ভুলিল না তব ছলে ;
কতবার তুমি সাধিলে সেদিন, তবু চাহিল না ফিরে,
সব সুখ যেন দু'পায়ে দলিয়া চলিয়া গেল সে ধীরে ।
হে সুখলুব্ধ, কোনোদিন কোনো দাগ নাহি ধরে প্রাণে-
তবু কেন আজ এতদিন পরে সে-স্মৃতিটি ব্যথা আনে ?

আরো একদিন কবে
দেখিলে কাহারে তড়াগের তীরে কৌমুদী-উৎসবে ;
রাজার কুমারী কোথা অরণ্যে ছিল সে ব্যাধের ঘরে,
সেনাপতি তারে লুঠিয়া সঁপিল বাসবদত্তা-করে ;
বনানীর ফুল হল প্রিয়া তব সেই প্রিয়দর্শিকা,—
হে লোল-চিত্ত, কোথা গেল তব সাগরের সাগরিকা ?

বনফুল-যৌতুক
আনিল আবার জীবনে নবীন পুলকের কৌতুক ।
হরকণ্ঠের দ্যুতিহর সেই সরসীর কালো জলে
হেরিলে যে-ছায়া ভাসে নয়নের নব-নীল শতদলে ;
লতার মতন স্তবকিনী তনু মধুপের মনোহরা,
অধরে কোমল কিশলয়-রাগ, বুকে শুধু মধু ভরা ।

বাসবদত্তা তরে
প্রাসাদে তাহার প্রেক্ষাগৃহটি কত কলরবে ভরে ;
নূতন নাট্যে নামিল সেদিন হাসিগান-ফোয়ারায়
নৃত্যনিপুণা প্রিয়দর্শিকা নায়িকার ভূমিকায় ;
উঠিল নূপুর-নিক্কণ-সনে বীণাতারে ঝঙ্কার,—
তুমি লুকাইয়া আসিলে সেথায় হেরিতে নৃত্য তার ।

শরদিন্দুর মত
মুখখানি তার হরষে সরস, অংস ঈষৎ-নত,
ক্ষীণ কটিতটে ঘন নিতম্ব, সরল পদাঙ্গুলি,
লীলায়িত ভুজে নিবিড়-নদ্ধ বক্ষ উঠিছে দুলি' ;
নত-উন্নত দেহটি উছসি' লঘুনৃত্যের ভরে
বিকশি' বিলসি' উলসি' উঠিল লাবণ্য থরে-থরে

রত্ন-অলঙ্কারে
শতদীপালোকে ঝলকে প্রতনু তনু তার বারে-বারে ;
কবরী বেড়িয়া দোলে ফুলমালা হীরকের জ্বালা সাথে,
নূপুরের সনে বাজে কিঙ্কিণী, কঙ্কণ দু'টি হাতে ;
তারি তালে-তালে উতলা তোমার মনটি সে-নর্ত্তনে
গেঁথে নিল বুঝি বক্ষে বলিত মুক্তাবলীর সনে।

তুমি নায়কের বেশে
সখীগণ-সাথে মিশিয়া নামিলে রঙ্গভূমিতে এসে ;
জানিল না কেহ—প্রিয়দর্শিকা আর তার সখী ছাড়া,
প্রেম-অভিনয়ে তার সাথে তুমি হলে সেথা মাতোয়ারা ;
চোখে হাসিরাশি, শ্রবণে কেবল গীতধারা উচ্ছলে,
রসে ভাসে দেহ দেহ-পুষ্পের পরশে ও পরিমলে।

সে-রাগের রসাবেশ
সহসা ফুরাল, নিভিল প্রদীপ,—উৎসব হল শেষ ;
বাসবদত্তা চিনিল তোমারে, ক্ষোভে দুখে অভিমানে
ভ্রূকুটির গুণ টানিয়া আবার চাহিল তোমার পানে ;
আবার কপোল-পাটল-পর্ণে ফোটে রোষারুণ-রাগ,—
হে কিতব, তব প্রাণে কি তাহার পড়েছিল কোনো দাগ ?

চিরবসন্তবায়ে
কেটেছিল দিন বিলাস-বিলীন প্রমোদের প্রচ্ছায়ে ;
নয়নে বিহরে মায়া-মরীচিকা দিশাহারা-তৃষা-সনে,
হৃদয়ে শিহরে বাসনার শিখা স্মর-শর-অশরণে,
আজীবন তুমি আপনা-মগ্ন চাহনি তাহার পানে,
আহত করেছ কতবার তারে বঞ্চনা-অপমানে।

তবু ক্ষমাশীল স্নেহে
জড়ায়ে ছিল সে তব প্রাণে মনে, তব দেহে আর গেহে ;
কত সাগরিকা, প্রিয়দর্শিকা এল আর গেল চ'লে,
প্রাণহীন তুমি কতবার তার প্রাণটি গিয়েছ দ'লে,—
তবু বরষায় শীতে কুয়াসায় জড়ায়ে লতার মত
শ্যামল বক্ষে জীবন তোমার বেঁধেছে সে অনাহত।

তুমি ত চাহনি ফিরে,
দেখনি তাহার স্নেহ-সৌরভ অলক্ষ্যে ছিল ঘিরে ;
আনন্দ-লঘু লীলায় চলিলে উন্মদ-যৌবনে,—
কত ফুল ফোটে, কত ফুল ঝরে বসন্ত-সমীরণে ;
সেও ত এমনি একটি কুসুম—আজ তাই সেও ঝরে,
এতদিন পরে তবে তার তরে প্রাণ কেন হাহা করে ?

সে কি চিরদিনতরে
গিয়াছে চলিয়া বাসবদত্তা চির-অভিমান-ভরে ?
মৃত্যু আসিয়া গ্রাসিয়াছে তারে 'লাবাণকে' গৃহ-দাহে,-
চিরপুরাতন হারাধন তারে সবহারা আজ চাহে।
মানস-সরসে ছিল যে-নলিনী নিভৃতে নয়ন মেলি'
কেন অকরুণ অনল-কুণ্ডে বিধি তারে দিল ফেলি' ?

তারি উত্তাপে যত
প্রমোদ-নিশির প্রগল্‌ভ সুখ, শুষ্ক ফুলের মত,
পড়িল খসিয়া একটি নিমেষে, চোখ ভ'রে গেল জলে,
জাগিল বেদনা বেদনাবিহীন কঠিন হৃদয়তলে ;
থমকি' কখন্ থেমে গেল রূঢ় বাসনা-বাঁশরী-রাগ,
লুটাল ছিন্ন লতার মতন অসহায় অনুরাগ।

ছিল গৃহকোণে হারা
যে-রত্নদীপ, ছিল সে উজলি' জীবন-সরণি সারা ;
পেয়ে কভু তারে চেননি, তাই কি হারায়ে চিনিলে তারে ?
রত্নের দীপ নিভে না, শুধু সে জ্বলিল অন্ধকারে।
দেহের দুয়ারে অনেকে এসেছে সুখের আঘাত করি',—
আজ এ কে এল বুকের ভিতরে দুখের নিঝরে ঝরি' ?

আজ তারে পড়ে মনে
যে ছিল নিরভিমানিনী দয়িতা সেই নবযৌবনে ;
হেমন্তে আজ হিম-জ্যোছনায় সুদূরের শশী ঝরে,
উদিত সরস অস্ফুট হরষ মুদিত মৌন ধরে ;
নিশির কুহেলি শিশির-ধৌত আঁধারে আলোটি ঢাকে,
শুধু তন্দ্রিল চন্দ্রিকামাখা আকুল আবেশ আঁকে।

মনে ভেসে আসে সব
ভাবে অবগাহি' অতীতের সেই যৌবন-গৌরব।
পিতা তার ছিল মহাতেজস্বী মহাসেন প্রদ্যোত,
লুকাল যাহার খরতাপে যত রাজন্য-খদ্যোত ;
তুমি ছিলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, একদা বন্দী করি'
তোমারে কপট কৌশল রচি' আনিল প্রাসাদে ধরি'।

# প্রা ক্ত নী

ছিল রাজধানী তার
অবন্তীপুরী, তব যশোগীতি আজো ঘরে-ঘরে যার ;
রাখিল তোমারে বন্দী করিয়া সঙ্গীত-শালিকায়,
ছিল সাথী তব বীণাটি বুকের ; গবাক্ষ-জালিকায়
বসি' আন্‌মনে বাজাতে যখন্, সুকরুণ সুরগুলি
কার কানে পশি' প্রাণের ভিতর দিল ঝঙ্কার তুলি' !

কতদিন বাতায়নে
বসিল চাহিয়া সুদূরের পানে নৃপসুতা আন্‌মনে।
তুমি হলে তার বীণা-আচার্য্য ; তোমার বুকের বীণা
জাগিল পরম পরশে আবার তাহার অঙ্কলীনা ;
সেই অঙ্গুলি-প্রহত প্রথম উঠেছিল মর্ম্মরি'
যে-সুরের ঢেউ, দূরের আভাসে আছে কি তা' সঞ্চরি' ?

গুরুদক্ষিণাতরে
ললিত কলায় প্রিয় শিষ্যা সে মর্ম্মের মধু ধরে ;
অবন্তী হতে হরিলে তাহারে, নিজের পুরীতে আনি'
আপনার পাশে বসায়ে আদরে করিলে তাহারে রাণী ;
সেই দিন হতে হল সে প্রাণের যূথীবন-বিহারিণী,—
আজ সে এসেছে স্মৃতির গহনে গোপন-সঞ্চারিণী।

সে-দিন কি আছে মনে
যে-দিন তোমার অন্তর-গৃহে শঙ্খের নিঃস্বনে
পশিল সে আসি' শুভ কলরবে বিবাহের চেলি পরি',
হোমধূমারুণ নয়নে তরুণ সলজ্জ হাসি ধরি' ?
কুন্দের মত কোমল দেহটি, সুধার সুধারা-মাখা
সরমে সোহাগে চারু চাহনিটি আছে আজো প্রাণে আঁকা ?

তারপর কতদিন
প্রভাতে প্রদোষে কত হাসি-গান, কত সুখ সীমাহীন ;
চোখে চোখে কত চাহনি-চমক, কানে কানে কত কথা,
দেহে দেহে কত শিহরণ, আর মনে মনে কত ব্যথা ;
কঙ্কণ দু'টি দু'হাতে, কেশের কিনারে কর্ণপূর,
রক্তচরণে অলক্তরাগ, সীমন্তে সিন্দূর।

যমুনার উপকূলে
সেই সব দিন তারপর তুমি একে একে গেলে ভুলে ;
নিত্য-নূতন পুলকে বহিল প্রমোদের উদ্যানে
জীবন-নির্ঝর মোহ-মন্থর কামনার কলতানে ;
আজ এ কি হল,—সে-সুখের স্রোত ঠেকিল আচম্বিতে
মরণের ক্রূর পাষাণ-সরণে থমকিয়া সচকিতে।

ভাঙি' হৃদয়ের বাঁধ
সেই স্রোত হল বেদনা-বারিধি উত্তাল উন্মাদ ;
হাসিল সুদূর শশীলেখা দুখ-অমাযামিনীর আড়ে,—
এমন হাসি ত হাসেনি কখনো সুখ-পূর্ণিমা-পারে!
হাসায়েছ তারে, কাঁদায়েছ তারে আজীবন দিয়ে ফাঁকি,
আজ সে তোমারে গেল ফাঁকি দিয়ে, কাঁদাল আড়ালে থাকি'

তাই সান্ত্বনাহীন
বিরহের খর নিদাঘের দাহে হয়েছে দীর্ঘ দিন ;
কোথা সে শীতল-পরশ চরণ, সরস সিক্ত কেশ,
কোথা মায়াঘন ছায়া-সুকুমার শান্ত দিবস-শেষ ;
প্রাণ-সিন্ধুর ইন্দুর লেখা আর আসিবে না ফিরে,
কেবল সুদূর হাসিটি বিধুর ভাসিবে তিমির-তীরে?

স্বপ্নের মায়ারথে
তাই সে আবার আসিল কি আজ সুপ্তির ছায়াপথে?
নিরালাতে আসি' নিকুঞ্জে যবে শুয়েছিলে তুমি একা,
দুপুরে তখন্ নূপুরবিহীন চরণে দিল সে দেখা?
অনলদগ্ধা প্রিয়া বুঝি আজ আবার সঙ্গোপনে
জাগিল নূতন নির্ম্মল রূপে বেদনার হুতাশনে।

বুঝি নয়নের নীরে
ঝরা-জলধনু তনুর দীপ্তি ফুটিল সুপ্তি-তীরে ;
বাতাসে তাহার কেশধূপবাস এখনো উদাস করে,
এখনো দেহের সোহাগ-সুরভি বুঝি আকুলিয়া ধরে ;
মলিন মুখটি ফুটিল যেন সে কোন্ সকালের চাঁদ,
কণ্ঠে করুণ দূর ভৈরবী ভাঙে ধৈর্য্যের বাঁধ।

আবার ত ফিরে পায়
যা' হারায় লোকে,—মরমের মাঝে হারালে কি পাওয়া যায় ?
তাই বুঝি আজ সায়াহ্ন-রাগ স্মৃতিতটে অবগাহি'
রয়েছে হারানো পুরানো প্রভাত-স্বপনের পটে চাহি' ;
হারায়েছে যাহা,তাহা কি আঁধারে ধুয়ে-মুছে অবশেষে
হৃদয়-উদয়-অচলে আবার ফুটিয়া উঠিবে হেসে ?

প্রভাতের বন্ধুরে
ডাকিছে রবির পূরবীর তান সুরভি সাঁঝের সুরে ;
কোথা অগোচর চরণে মদির মায়া-মঞ্জীর বাজে,
ফোটে কি চপল কপোলের ছায়া অস্তমেঘের মাঝে ?
আজ বিরহের গীত-শতদলে অতল মনের তলে
ফেলেছে চরণ মরণে আবার স্মরণের নব ছলে।

আবার কি তার সনে
দেখা হবে নব-কল-উচ্ছল জীবনের ছায়াবনে ?
বেঁধেছে প্রাণের শিথিল তন্ত্রী করুণা-কঠিন করে,
আজ এ নিবিড় বেদনার মীড় তারি সঙ্গীতে ভরে ;
কখনো কি আর তালে-তালে তার বাজাবে না কিঙ্কিণী ?
হবে না লীলার সঙ্গিনী আর নেপথ্য-রঙ্গিণী ?

উন্মদ মধুমাসে
বহিবে না আর বসন্ত-বায়ু দুরন্ত উল্লাসে ?
আকুলি' তাহার কণ্ঠ-কাকলি উঠিবে না আর জেগে,
ফুটিবে না আর হাসিটি চপল চুম্বনরাগ লেগে ?
আর কাটিবে না চল-চাহনিতে চঞ্চল বিভাবরী,
বেতসের মত বেপথু-উতল তনুখানি বুকে ধরি' ?

# উমা

উমারে কাঁদায়ে ফিরায়ে দিয়েছ, অতি-অকরুণ হে সন্ন্যাসী,
যে-দেবতা জাগে মনের পদ্মে তাহারে করিয়া ভস্মরাশি ;
পূজার পুষ্প এখনো রয়েছে বেদীর 'পরে
আপনি তুলিয়া আনিল যাহা সে তোমার তরে ;
প্রণতির কালে পড়িল খসিয়া নীল-অলকের যে-ফুলগুলি
এখনো তাদের সুবাস সুষমা লুপ্ত করেনি পথের ধূলি।

বসন্তসাথে বসন্ত-সখা তপোবনে পশে অকালে আসি',
দ্যুলোকে ভূলোকে পড়ে গেল সাড়া, মনে আর বনে ফুটিল হাসি ;
স্তবকিতা লতা ফুল-বিভূষণ-বিলাসে নতা
সাজিল গৌরী, বুকে মধুময় সুরভি ব্যথা,
আভরণ হ'ল অঙ্গে অঙ্গে মুক্তার মত সিন্ধুবার,
পদ্মরাগের মতন অশোক, সুবর্ণসম কর্ণিকার।

মন্দাকিনীর পুষ্কর-বীজ যতনে শুকায়ে সূর্য্যকরে
অক্ষমালাটি এনেছিল রচি' সর্প-বলয় করের তরে ;
চরণের দাগ এখনো রয়েছে পথের পাশে,
অঙ্গ-সুরভি এখনো তাহার বাতাসে ভাসে ;
অশ্রুসজল সে দু'টি উজল নয়নের মায়া গিয়েছে রেখে,
পক্ক বিম্বফলের মতন অধরের ছায়া আঁখিতে এঁকে।

এখনো ধ্বনিছে তব হুঙ্কার, আকাশে অমর অভয় মাগে,
তপোভঙ্গের রোষে কর্কশ ভ্রূভঙ্গ তব এখনো জাগে ;
এখনো হাসিছে পিশাচের দল রক্ত-আঁখি,
নীল নভোতল কালো হয়ে গেছে আঁধারে ঢাকি' ;
এখনো রতির ব্যথার বিলাপ ভুবন ছাপিয়া গগন ভরে,
পুরুষ-আকৃতি বিভূতির রেখা রয়েছে পড়িয়া ক্ষিতির 'পরে

সতী-দেহ লয়ে স্কন্ধে একদা, হে দেহ-পাগল, সারা ভুবন
কেঁদে ফিরেছিলে, তাই বুঝি আজ দেহ-বিদ্বেষী তোমার মন ?
দেহ-দেউলের দেবতার দেহ, হে যতিরাজ,
কি কঠোর তব নিগ্রহ-দাহে দহিলে আজ ;
দেহ পুড়ে হয় ভস্ম যেথায়, ভালবাস সেই শ্মশান তুমি,—
ভস্ম-বিভূতি, দেহের ভস্মে করিবে এ ধরা শ্মশানভূমি ?

নিন্দিল রূপ সুন্দরী উমা আপন হৃদয়ে বিষাদভরে,
রূপে অহার্য্য বিরূপ যে তুমি,—রূপ সে ত নহে তোমার তরে ;
চির-অরূপের ধেয়ানে মগন, দিগম্বর,
বর্ণবিহীন মহাকাল তুমি শ্মশানচর ;
রূপ কেঁদে যায় অরূপের দ্বারে,—রূপসী ধরণী শিহরি' কাঁপে
ভাঙে যবে তার রূপের হর্ম্ম্য তব সংহার-শূলের চাপে।

হিম-আলয়ের বিবিক্ত মরু-শিখরে বসিয়া, হে ধ্যানলীন,
শিখেছ কি শুধু মারণ-মন্ত্র, মরণ-বিলাসী মমতাহীন ?
যোগনিমগ্ন নয়নে কি শুধু অনল জ্বলে ?
তাণ্ডব তব নিখিলের সুখ দু'পায়ে দলে ?—
কি ফল লভিলে করিয়া শুষ্ক শবের উপর অধিষ্ঠান ?
রূপ-সাগরের মন্থনে তুমি শুধু কালকূট করিলে পান।

সুরভি-মাসের সুরভির স্রোতে তবু একদিন নয়ন মেলি'
কে জানে কখন্ বিশ্বের পানে চাহিলে, প্রাণের পাথর ঠেলি';
বিষজর্জ্জর কণ্ঠ শুকাল সুধার তরে—
ভিখারী দৃষ্টি থমকিল আসি' বিম্বাধরে ;
ধ্যান পরিহরি' পলাইয়া দূরে, ওগো রূপ-ভীরু, বাঁচিবে কিসে ?
চিরদিনতরে সব ধ্যানে তব সে-রূপের কণা গিয়েছে মিশে।

ভেসে গেল বুঝি তপস্যা তব সেদিনের সেই স্রোতের মুখে,
উড়াল মত্ত মলয় তোমার সংযমরাশি কি কৌতুকে ;
শ্মশানবাহিনী তটিনী জটিল জটার তলে
লুকাল কোথায় বীচি-বিভঙ্গ করুণ কলে ?
স্ফুরদর্চ্চির শিখা ললাটিকা হল কি লুপ্ত সুপ্তিবশে ?
সন্ন্যাসী, তব করের করোটি ভরিয়া উঠিল কি মধুরসে ?

হে ঈশান, তব রুদ্র বিষাণ আর জাগাল না প্রলয়-নাদ,
আবার মধুর ময়ুখ বিথারি' জটার আড়ালে হাসিল চাঁদ।
একটি মুখের এক নিমেষের মধুর স্মৃতি
ধ্যাননিমগ্ন নয়নে ভাসিয়া উঠিছে নিতি ;
বুঝি মদনের দাহ-অবশেষ ভস্মে এখনো অনল জ্বলে,
তারি উত্তাপে কি যেন অজানা বেদনা জাগিছে বুকের তলে।

স্রষ্টার মনে উদিল যে-কাম সৃষ্টির প্রাতে প্রথম দিনে,
যারে বিশ্বের বাসনার রতি রূপরাগে রুধি' লইল জিনে',
পুষ্পমাসের সখা, পুষ্পের ধনুটি করে,
ধরণীর সুখ-সুষমা যাহার তনুটি গড়ে,
তাহারি বেদনা দেহের অতীত গুমরিছে আজ সকল দেহে,
সকল চিত্তে রতির বিলাপ জাগিছে চিত্ত-নিবিড় স্নেহে।

তোমারি লাগিয়া অপর্ণা আজ হয়েছে তাপসী, হে তপোধন,
বল্কলে বাঁধি' পীন পয়োধর, তব ভাবরসে বেঁধেছে মন ;
শ্লথলম্বিনী জটায় ঢেকেছে নীল অলক,
ঊর্দ্ধে নিহিত দৃষ্টিতে তার নাহি পলক ;
লীলা-উৎপল নাহি আর হাতে, ধরেছে রুদ্র-অক্ষমালা
কুশ-অঙ্কুরে ক্ষত অঙ্গুলি,—তোমারি ধেয়ানে বিভোর বালা।

যে তরুণ তনু করেছ তুচ্ছ, হের আজ তার কি আছে বাকি ?
বুঝি অতনুর তনুর ভস্মে তনিমাটি তার রেখেছে ঢাকি'।
চরণ-কমলে অলক্ত-রাগ গিয়েছে মুছি',
সজল নয়নে কাজলের লেখা গিয়েছে ঘুচি' ;
কানে আর নাই কানের পদ্ম, অরুণিমা নাই সে-সুধাধরে
সৃষ্টি-বিলয় দৃষ্টি তোমার থেমেছিল যেথা ক্ষণেকতরে।

রিক্তের সেই উগ্র দর্প কোথা গেল আজ, হে সন্ন্যাসী,
কোথা গজাজিন, পিনাক তোমার, কোথা তাণ্ডব, অট্টহাসি ?
শ্মশানের সাথী কোথা আজ সেই প্রেতের দল ?
কোথা বুকে জ্বালা, কণ্ঠে গরল, চোখে অনল ?
শিব হল বুঝি অশিব সে আজ, সুন্দর হল ভয়ঙ্কর,—
তাপসী প্রিয়ার লাগিয়া আবার ফিরে এলে তুমি, হে শঙ্কর।

এতদিন পরে বুঝি আপনার সন্ধান পেলে আপন মনে,
বিশ্ব-সুধার ক্ষুধার পাত্র কে ধরিল হাতে সঙ্গোপনে ?
উমার সে-মুখ বিরহ-মলিন, বিলীন ধ্যানে—
বেদনা তাহার কি বেদনা আজ আনিল প্রাণে ?
স্মরজিৎ, আজ স্মরের গরলে কি রাগ আবার কণ্ঠে ঝরে ?
সে-তনুভস্মে, ভস্মভূষণ, তব তনু আজ কি শোভা ধরে ?

উমার অধরে ফুটিল আবার সলজ্জ হাসি মধুরতর,
বধূর দুকূলে তব গজাজিনে বাঁধিল গ্রন্থি কি সুন্দর।
সন্ন্যাসী, তব বক্ষের চিতাভস্মরাশি
হরিচন্দন-পত্রলেখায় মিশিল আসি’;
তাণ্ডব সাথে লাস্য মিশিল, হাস্য মিশিল অট্টহাসে,
ভীমরূপে মিশে রূপের লক্ষ্মী, কঠোরে কোমল যুগ্মাভাসে।

ফুটাল রক্ত পদ-কোকনদ শ্মশানের মাঝে কি মন্তর?
শ্মশান সে হল কৈলাসপুরী, শ্মশানের পতি মহেশ্বর।
মন্মথ-জয়ী, মন্মথ বুঝি জয়ী আবার,
কটাক্ষে জাগে কটাক্ষ-হত দুর্নিবার;
অকিঞ্চনের জাগে কি আবার নব ভিক্ষায় আকিঞ্চন?
অন্নপূর্ণা ঘরে এল, তাই হল সে ভিখারী চিরন্তন?

# বসন্তসেনা

নমিছে তোমারে বসন্তসেনা নয়নের নির্ঝরে,
হে চারুদত্ত, এ বিপদে আর কে তারে রক্ষা করে ?
বক্ষে উথলে ব্যথার পাথার,
চক্ষে ঘনায় চেতনা-আঁধার,
বেদনা-বিবশ অধরে তবু সে তোমার নামটি ধরে,
তোমার প্রেমের আরতি-আলোক জেগে আছে অন্তরে।

এসেছিল প্রাতে রাজ-উদ্যানে একা তব অভিসারে,
নিভিল কখন্ রূপের রেখাটি মরণের আঁধিয়ারে ;
গত রজনীর আবেগ-আবেশ
তখনো হয়নি বুঝি অবশেষ,
প্রথম সে তার বাসর-শয়ন নবজীবনের পারে
তেয়াগি' কখন্ প্রভাতে পশিল মরণ-শয়নাগারে।

সুখ-রজনীর রজনীগন্ধা প্রভাতে পড়িল ঝরি',
মৌন-ব্যথার সৌরভ-ভারে শঙ্কিত মঞ্জরী ;
একটি রজনী, ভরি' অন্তর
ঝিলসিল রূপ মধু-মন্থর ;
আঁধারের সাথী, প্রাণের নিশীথে তৃষিতের সহচরী,
তমিস্রাতীরে তারার তনুটি, ছায়াপথে মায়াতরী।

দু'টি দিন শুধু হল দেখাশুনা,—এল আর গেল চলি',
রেখে গেল শুধু একটি নিশির শিশিরের অঞ্জলি ;
আলোর আড়ালে হয়ে গেল লীন,—
আঁধারের যত ভাষা সীমাহীন
বক্ষের কোন্ অজানা-কক্ষে রেখে গেল কত ছলি' ;
শুধু মুকুলের মুদিত মহিমা আছে আজো উজ্জ্বলি'।

নামটি তোমার শুনেছিল শুধু, সখীগণ সাথে যবে
বসন্তসেনা হেরিল তোমারে বসন্ত-উৎসবে ;
কাম-আয়তনে অভিনব কাম,
মমতা-মধুর মূরতি সুঠাম,—
উজ্জয়িনীর সীমন্তিনীরা কানাকানি করে সবে ;
তুমি দেখ নাই,—একধারে শুধু আসিয়া দাঁড়াল কবে।

তুমি এলে তার উদয়-অচলে আশার সরণী বাহি',
তামসী নিশার গ্রহতারাহীন যবনিকা আর নাহি।
দীপকের রাগ-দীপ্তি অমল,—
নিরঞ্জনার অভিষেক-জল,
রজনীর ফুল রহিল নীরবে বিস্মিত চোখে চাহি' ;
বুকে তার জাগে নূতন সুবাস সে-কিরণে অবগাহি'

বহু দিবসের জমাট অশ্রু গেল সে-নিমেষে টুটি',
বহু নিশীথের স্বপ্নের ত্রাস সেই প্রাতে গেল ছুটি' ;
অঙ্গার যত বুকের ভিতর
হয়ে গেল যেন হীরা ভাস্বর ;
সারা জীবনের নীলিম লজ্জা লাল হয়ে যেন ফুটি'
নব-বাসরের চেলীর বসনে অঙ্গে পড়িল লুটি'।

তবু আবদ্ধ আবিল জীবন-সরসীর দর্পণে
কেমনে ধরিবে সোনার ছায়াটি অনুরাগ-অঙ্কনে ?
হায়, সুদূরের স্বপ্ন অলীক,
চিরদিন তুমি আশার অধিক ;
উচ্চে আকাশ, ধূলায় ধরণী,—তড়িতের শিহরণে
ধরণী বিদরে, দাগ নাহি পড়ে আকাশের প্রাঙ্গণে।

বসন্তসেনা কে না জানে তারে ? অনিন্দ্যসুন্দরী,
উজ্জয়িনীর বিভূষণ সে যে, আনন্দ-মঞ্জরী ;
বিদুষী, রসিকা কাব্যে কলায়,
চিরবিজয়িনী বিলাস-ছলায় ;
কত বিদগ্ধ রসিক গুণীরে সুধা-বিষে জর্জরি'
মদিরাক্ষীর লোল কটাক্ষ দিয়েছে ধন্য করি'।

কত অধন্য তবু সে জীবন—আজ তাই প্রাণ দহে ;
সকলের সে যে প্রিয়া, বুঝি তাই কাহারো সে প্রিয়া নহে
তুমি এলে তার প্রাণ-বল্লভ,
তাই আজ তুমি চির-দুর্ল্লভ ;
কণ্টকবনে বৃন্ত যাহার আজন্ম বাঁধা রহে,
অনর্ঘ তোমা' কেমনে সেথায় বরিবে সে আগ্রহে ?

তবু নিশীথের কাঁটার কুসুম হল যেন প্রাতে জাগি'
ঊর্দ্ধমুখী সে সূর্য্যমুখীটি তপনের দাহ মাগি' ;
দূর হতে শুধু কান্তি-কিরণ
জীবনের পথে ছড়াল হিরণ,
শুধু দূর হতে ব্যথার অর্ঘ্য ধরে নব অনুরাগী,
নভোবিহারীর কৃশানু-তনুর পরশের প্রীতি লাগি' ।

উজ্জয়িনীর উজ্জ্বল মণি, শ্রেষ্ঠীর চত্বরে
কে না জানে তব বিপুল বিভব বিলালে যা' অকাতরে ?
কুলে শীলে কেবা তোমার সমান,
প্রথিত পূজ্য তব অবদান ;
সারা নগরীটি তোমার কীর্ত্তি অবিনাশ অক্ষরে
ধরে আছে বুকে বিহারে, আরামে, মন্দিরে, সরোবরে ।

নিঃশেষ আজ রম্য তড়াগ,—তাই সে বর্জ্জনীয় ?
যে ছিল সবার পরমাত্মীয়, নাই তারি আত্মীয় ;
বনস্পতিটি পর্ণবিহীন,
সুখের বিহগ হয় না ত লীন ;
তবু প্রাণ তব চিরক্ষমাশীল, প্রসন্ন, কমনীয়,
স্নেহরসে সব শোধন করেছে তিক্ত যা' অপ্রিয়।

হায় মানবের ভাগ্য-বিধাতা, তব উদাসীন করে
কূপ-যন্ত্রের ঘটিকার মত কেহ ওঠে, কেহ পড়ে।
আলোকে আঁধারে হেরে তাই আঁখি
জীবনের যাহা সার, যাহা ফাঁকি,—
নাহি অলীকের রহে অভিমান অভিজ্ঞ অন্তরে ;
অপ্রমত্ত চিত্ত দীপের নিবাত কান্তি ধরে।

হে কলা-কোবিদ, কলালক্ষ্মীর সুশীতল হেমঝারি
ধুয়ে-মুছে দিল জীবন তোমার সব ব্যথা উৎসারি'
নিস্পৃহ তুমি নহ কোনোদিন,
যৌবন তব নহে উদাসীন,
জীবন-রসিক নাগরিক তুমি গুণীগণ-মনোহারী,
সুজন জনের ধ্রুব আদর্শ, কাব্যকাননচারী।

সেদিন যখন সন্ধ্যা-তিমির আকাশে ঘনায়ে আসে,
রাজপথ ভরে বিট-কামুকের মত্ত কলোচ্ছ্বাসে,
সহসা কাহার অঞ্চল-বায়
মৈত্রেয়-করে দীপটি নিভায়,—
ভয়বিক্লবা হরিণীর মত চকিতা ব্যাধের ত্রাসে
বসন্তসেনা দাঁড়াল একাকী তোমার দুয়ার-পাশে।

নৃত্যকলায় চতুর চরণ বিভ্রমে বিন্যাসি'
শঙ্কাহরণ তোমার দুয়ারে শরণ মাগিল আসি';
অপটু জনের স্পর্শে কাতর
বীণা-তার যেন কাঁপে থরথর;
পড়ে খসি' খসি' কনকের হার, অলকের ফুলরাশি;
নয়নের নীলে, অধরের কূলে মিলাইয়া যায় হাসি।

দাসী ভাবি' যবে প্রাবারক তব দিলে আসি' তার করে,
গুণ-নির্জ্জিতা দাসী সে তোমার হল চিরদিনতরে;
জাতী-কুসুমের স্নিগ্ধ সুবাস
ভরে ছিল সেই অঙ্গের বাস,
কি-যেন-কিসের নেশায় তাহার হৃদয় আকুল করে,—
দুরাশা-ভয়ের দিগ্‌বলয়ের শিরে কি জ্যোস্না ঝরে?

সেদিন স্তিমিত প্রদীপের তলে হেরিলে সে-মুখখানি,
দোঁহে ছাড়া আর কেহ নাহি জানে কি যে হল জানাজানি ;
অলক্ষ্য কোন্ সুখের চেতনা
জাগাল কি নব দুখের বেদনা ;
সকলের সাথে একেলা-যাওয়ার পথে, কে করুণা মানি'
আঁধারের কূলে বাঞ্ছিত যাহা এতদিনে দিল আনি'।

বসন্তসেনা এই সেই ? যারে সকল রসিকজনা
তপাসি' তপাসি' হয়েছে অধীর-দুরাশায় দুর্ম্মনা ;
হৃদয়ের যত বাসনা নূতন
মিলায় ভীরুর ক্রোধের মতন,—
নিঃস্ব প্রেমের কি আছে, কি দিয়ে রচিবে পূজার্চ্চনা ?
নহে নির্ভয় বিজয়, হায় রে প্রেমের প্রবঞ্চনা !

বহু-প্রকোষ্ঠ হর্ম্ম্য তাহার রাজার পুরীর মত,
বিভব-বিহীন বাসনা সেখানে চিরদিন প্রতিহত ;
জান না কি তবু—আলানে দ্বিরদ,
বল্গায় ধরে বাজি দুর্ম্মদ ?
নারী ধরা পড়ে হৃদয়ের জালে,—বৃথা নিঃশ্বাস যত ;
নিঃস্বের গৃহে বিশ্বের প্রীতি হয়েছে শরণাগত।

সহসা সেদিন দূর হতে যেন সেই নিঃশ্বাসভরে
প্রাসাদে তাহার রূঢ় দীপমালা নিভে গেল চিরতরে ;
থামিল নূপুর প্রমোদ-নিশির,
মুরজের রব স্নিগ্ধ নিবিড় ;
দ্বিরদ-দন্তে অবলম্বিত বীণা নাহি গুঞ্জরে,
মুক্তার হার দুলিল না আর উরসের পরিসরে !

নন্দনবন-সম তার সেই আনন্দ-উপবনে
গৃহ-শিখী আর নাচিল না তার বলয়ের নিক্কণে ;
পিঞ্জর-শুক কাঁদে চারিভিতে,
কপোত সুপ্ত গৃহ-বলভীতে ;
শুধু সে তোমার ক্ষণ-পরিচিত বর্ত্মের বাতায়নে
কজ্জলহীন-উজ্জ্বল-আঁ[illegible]সে আছে আনমনে ।

রুদ্ধ হয়েছে কনক-কপাট গজদন্তের দ্বারে,
শূন্য আসন, সুরভি আসব নাহি ত কনকাধারে
নাহি বর্ণিকা সিক্থ-ফলক,
দেহে নাহি আর হীরার ঝলক ;
ধ্বস্ত মেখলা নাচিল না আর,—শৃঙ্গার-ভৃঙ্গারে
হরষ-বিষের কলঙ্ক-রস জাগাল না আর তারে ।

তুমি ত এলে না, তাই সে একেলা তব অভিসারে চলে,
বরষা সেদিন নেমেছে নিবিড় তিমির-গগন-তলে ;
হৃদয়ের মত আকুল আকাশ,
ঝরে জলধারা, পড়ে নিঃশ্বাস ;
চপলা চপল দুরাশার মত ধাঁধিয়া আঁধারে ছলে,
কেবল প্রাণের প্রীতিটি পথের প্রদীপের মত জ্বলে।

পণ্যরমণী পথের লতা সে, বুকে তারে তুলে নিলে,
কত সুনিবিড় সোহাগের রসে সযতনে জিয়াইলে ;
সন্ধ্যামেঘের মত ক্ষণরাগ
বারবধূ সে ত, আঁধারের দাগ
কত ঘন হয়ে বুকের ভিতরে জমেছিল তিলে-তিলে,
সেথা স্বাক্ষর অনলাক্ষরে অঙ্কিত করে দিলে।

শ্মশান-বীথির ব্যথার কুসুম, রৌদ্র-দহনে জাগি'
ছিল সারাদিন একটু শীতল শিশিরের কণা মাগি' ;
যে-প্রেম করেছে জীবনেরে জয়
শ্মশানের ফুল সেই বুকে লয় ;
ভস্মের টীকা নিঃস্ব ললাটে ধরেছে যে-অনুরাগী,
তাহারি কণ্ঠে উজলে গরল,—সুধা নহে তার লাগি'।

অসহায় বুকে অনাথ বাসনা কত গুমরিয়া মরে,
একটু সহজ স্নেহের লাগিয়া প্রাণ আছাড়িয়া পড়ে ;
কোথা তৃষ্ণায় তৃপ্তির জল,
লবণের নীর ঘিরেছে অতল,—
পীযূষ-পাত্র লয়ে করে তুমি বুঝি মন্বন্তরে
ধন্বন্তরি, উদিলে তাহার দুঃখ-সাগর 'পরে ।

গলদশ্রুর পরম প্রবাহে প্রীতি-অভিষেক করি'
নব স্নেহে ভরি' প্রাণের প্রদীপ প্রাণনাথে নিল বরি' ;
পরশে সরস চন্দন ঢালা,
বাহু দু'টি যেন বন্দন-মালা ;
সৌরভভরা গৌরব-ভারে বুকে আকুলিয়া ঝরি',
নিঙাড়ি' নিভৃত মর্ম্ম-মদিরা ধরিল অধর ভরি' ।

অনেকে এসেছে, অনেকে গিয়েছে,—আজ বুঝি তাই একা
ক্ষুরধারসম দুর্গম পথে তোমা' সনে হল দেখা ;
প্রাণের অর্ঘ্য কেহ ত আনেনি,
কি ছিল তাহার কেহ ত জানেনি,
মধুমাসে তারা মধু-লম্পট শোনে শুধু কুহু-কেকা ;
তুমি পেলে তাই শ্রাবণ-ধারায় সঞ্চিত মধু-লেখা ।

মত্ত মেঘের নিবিড় আসার ঘিরে আসে চারিধারে,
বৃহৎ ভুবন ক্ষুদ্র হয়েছে সঘন অন্ধকারে;
উতরোল আজ আর্দ্র পবন,
দীপ নিভে যায়, রুদ্ধ ভবন,—
শুধু দু'টি প্রাণে জেগেছে বেদন, আঁধারের পারাবারে
দেহের সীমায় এ'-উহারে ধরে সুখ-দুখ-একাকারে।

আবেগ-আকুল বাহুপাশে তারে রাগের রভসে ধরি',
অধর উরস পদ-পঙ্কজ চুম্বনে দিলে ভরি';
নবলাজসম হাসির মুকুল
হল নিরুপম দেহের দুকূল;
অবগুণ্ঠনহীন জীবনেরে যৌবনে সম্বরি',
নব প্রীতি আজ প্রাণের জরারে হ'রে নিল সঞ্চরি'।

দুঃখ পুড়িল সুখ-নিঃশ্বাসে, অনঙ্গ-শিহরণে
ভরিল অঙ্গ, মূরছিল সুখ দুঃখের স্পন্দনে;
হয়ে দিশাহারা জাগে বিস্ময়—
এ কি স্বপ্নের কায়া মায়াময়?
মাধুরী-মদিরা করে মাতোয়ারা নিভৃতের নিবেদনে
আঁধার-শ্রাবণে দু'টি দেহ-তটে প্রাণের বিপ্লাবনে।

লভি' প্রতিষ্ঠা পরম, আর্য্য চারুদত্তের ঘরে
বঞ্চিতা নারী নারী হয়ে জাগে আজ এতদিন পরে ;
পরশের রসে প্রাণের আরাম,—
বার-বার তোমা' করে সে প্রণাম ;
প্রভাতে হেরিল নব বিস্ময়ে—আলোকের নির্ঝরে
চরণে প্রথিত পৃথ্বী, আকাশ আশ্লেষে তারে ধরে।

আসার-ধৌত রজনী গিয়েছে, আলোক-সিনান করি'
ফুটিল প্রভাত, সাথে সাথে তার এ কি আজ, মরি, মরি,
কার শিশু-মুখ বাপের মতন
—স্নেহ-সাগরের মন্থন-ধন—
ভাসিল নয়নে, নূতন বেদনে সারা প্রাণ হাহা করি'
একবার চাহে বুকে জড়াইতে বুভুক্ষু বুক ভরি'।

সিক্তপক্ষ্ম চক্ষু ঢেকেছে কজ্জল-কালো কেশে,
লীলায়িত করি' বাহু দাঁড়াইল বসন্তসেনা হেসে ;
একবার ওরে আয়, বুকে আয়—
তবু সে এল না, ফিরিয়া দাঁড়ায়,
জননী ত তার পরে না সোনার কঙ্কণ বাহুদেশে ;—
প্রসারিত বাহু নিমেষে নমিত, চোখ গেল জলে ভেসে

নিঃস্ব শিশুর জননী হবে সে হিরণ্য-গর্ব্বিণী ?
খ'সে প'ড়ে গেল একে-একে সব কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
মুগ্ধ মুখের কথাটি মধুর
বুকে আসি' বাজে কত নিষ্ঠুর,—
ভরিল শিশুর মৃৎ-শকটিকা আভরণ-তেয়াগিনী,
হল ভিখারীর দয়িতা সেদিন স্বেচ্ছায় ভিখারিণী।

সেই আভরণ-হরণ লাগিয়া তুমি আজ অপরাধী,
এ কি পরিহাস, রাজার দুয়ারে তোমারে এনেছে বাঁধি' ;
চপলা ক্ষণিক কান্তি বিলায়
চমকি' আঁধার-মরণে মিলায়,
পিছনে তাহার কান্ত জলদ ঝরে বুঝি কাঁদি' কাঁদি',
তা'রি বিলয়ের ক্রূর অপবাদ আসে শুধু আচ্ছাদি'।

একটি রজনী শ্রাবণ-যূথিকা দুলিল তোমার গলে,
আনিল সুরভি সুরার মতন চেতন হৃদয়তলে ;
প্রাণের পরম পরিমল যার
হল বিকশিত পরশে তোমার,
তুমিই তাহারে দলেছ চরণে,—এ কি আজ এরা বলে ?
যে-কুসুম রহে বুকের উপর, কে তারে চরণে দলে ?

সে-নিশীথ বুঝি নিমেষের মত কেটেছিল অজ্ঞাতে,
কত কথা ছিল বাকী, তাই তারে আসিতে বলিলে প্রাতে ;
অদৃষ্ট আসি' ঘটাল প্রমাদ,
মিলাইয়া গেল মিলনের সাধ ;
সোহাগের পাখী একেলা কখন্ লুটাল সে নিরালাতে,—
কেন ব্যাধ-শর ক্রৌঞ্চ-মিথুনে বিঁধিল না একসাথে ?

ছিল তার এই অপরাধ শুধু—তোমারে সে ভালবাসে ;
কুলনারী সম স্পর্দ্ধা তাহার—বার-বিলাসিনী না সে ?
ভিখারী যে, তারি লাগি' বহুমান ?
রাজশ্যালকের করে অপমান ;
মুখে নিঃস্বের নিষ্ফল নাম আজো লয় উচ্ছ্বাসে
আশ্বাসহীন মরণের তটে শরণের আশ্বাসে !

কানে বাজে কত ক্রূর বিদ্রূপ, তবু হাসিমুখে কহে-
চারুদত্তের প্রণয়িণী, এ তো নিন্দার কথা নহে !
এযে গুণগান, গর্ব্ব তাহার,
জুড়াল জীবন শুনি' বার-বার ;
বক্ষে প্রীতির প্রদীপ্ত মণি সব অভিমান দহে,
চক্ষে চরণ-দু'টি মরণেও চির-জাগরূক রহে।

দোষী নহে, শুধু প্রেমে দোষী হয়ে, নিষ্ঠুর প্রেমানলে
অনর্ঘ যেন বেদনা-সমিধ্ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ;
নিজের জন্ম-অরণি-দাহক
প্রাণ-যজ্ঞের পুরোধা পাবক,
তারি দহনের জয়-অঙ্কনে প্রীতি-পূত পরিমলে
স্মৃতি-ধূমধূপে কুণ্ঠাবিহীন প্রাণ-হবি উচ্ছলে।

মৃত্যু আসিয়া কণ্ঠ রোধিল, তবু কাকুতির স্বরে
কাঁদে না ফুকারি', জীবনের ভয়ে ভিক্ষা সে নাহি করে ;
ভাসে শুধু তব বদন-কমল
আঁখির নীরব নিঝরে অমল,
শুধু সে তোমারে, হে চারুদত্ত, নমিয়া নমিয়া স্মরে ;
তব নাম জপি' বসন্তসেনা মৃত্যুরে নাহি ডরে।

মরণের মহালগ্নে জেগেছে মরণবিহীন প্রেমে
দেবতার মুখ ভরি' সারা বুক,—ধুক্-ধুক্ গেছে থেমে ;
তুমি দেখায়েছ অমৃতের পথ,
মৃত্যু কেমনে রোধে মনোরথ ?
যে-মাধুরী ধরি' জাগরের মাঝে একদিন এলে নেমে,
দাঁড়ায়েছ আজ সুপ্তির পথে সেই অনাবিল ক্ষেমে।

কে জানে কখন্ মুদি' আঁখিপাতা লুটাল সে ধরাতলে,
কখন্ পবন আসিয়া অশ্রু মুছাল স্নেহের ছলে ;
কে জানে কখন্ একরাশি ফুল
মাথার উপর ছড়ায় বকুল,
একখানি ছায়া বিছাইয়া দেয় নব-পল্লব-দলে ;
প্রভাত-কিরণ সীঁথিতে প্রীতির সিঁদূরের মত জ্বলে !

# মহাশ্বেতা

দেখিল কারে মহাশ্বেতা অচ্ছোদের কূলে,
পড়িল কার অক্ষমালা আসিয়া পদমূলে ?
কে আসি' কানে পরাল পারিজাত,
মৃণালসম ললিত-মৃদু কাহার দু'টি হাত ?

শুভ্রবেশ আর্দ্রকেশ, অক্ষমালা হাতে,
তাপস-যুবা পুণ্ডরীক আসিল কেন প্রাতে ?
আনিল কেন ত্রিদিব-ফুল-মালা ?—
নিমেষহীন নয়নে চেয়ে রহিল রাজবালা।

মকরকেতু ধনুক-বাণ নিভৃতে লয়ে করে
সেদিন বুঝি ভ্রমিতেছিল বনের অন্তরে,
চাহিয়া শুধু দেখিল হাসিমুখে,—
পাগল-করা পুষ্পশর বিঁধিল দু'টি বুকে।

তরুণ ঋষি অক্ষমালা ভুলিয়া গিয়া, পরে
ফিরিয়া আসি' চাহিল যবে, বেপথুভরা করে
মুক্তামালা কণ্ঠ হতে খুলে
অক্ষমালা রাখিয়া গলে বালা সে দিল ভুলে।

ফুলের শর দৃষ্টিসাথে দৃষ্টি বুঝি গাঁথে,
করের সেই অক্ষমালা বক্ষ-মালা সাথে ;
হিয়ার সাথে হিয়ার বিনিময়,
বনের পথে মনের রথে হল সে পরিণয়।

সহসা নব কলিকা যেন পাপ্‌ড়ি মেলি' ফুটে,
নূতন-জাগা রবির করে পরশ-ধারা লুটে,
দোঁহার পানে চাহিয়া দোঁহে রহে,
ভুবন ভরি' নূতন করি' বাতাস যেন বহে।

রাজার বালা চলিয়া গেল, তাপস আন্‌মনে
নূতন সুখে, নূতন দুখে ফিরিল তপোবনে ;
নাহি ত সুখ তপের দুখ-দাহে,
প্রেমের সুখ-দহনে তাই হৃদয় দুখ চাহে ?

দীপ্তিলীন আঁখিটি আনে তৃপ্তিহীন তৃষা,
নামের জপ ভুলাল তপ, হারায়ে গেল দিশা ;
তাপস ভাবে ভাসিয়া আঁখিজলে—
এ যদি হয় গরল, তবে অমৃত কারে বলে ?

মরণ-পরে শূন্য কোন্ স্বর্গ-অভিলাষী
জীবন কেন ধরার সুখে নিত্য-উপবাসী ?
থাক্ না দূরে আঁধার-যবনিকা,
ভুবন ভরি' জ্বলিছে তবু রূপের দীপ-শিখা।

পরশ তাই সরস করে সকল দেহ-মন,
জাগিছে আঁখি সতত মাগি' আঁখির দরশন ;
বাহুটি চায় বাঁধিতে বাহুটিরে,
একটু শুধু মমতা লাগি' হৃদয় কেঁদে ফিরে।

আবার কোন্ সুখের ধ্যানে নয়ন তাই জাগে,
হৃদয় জাগে আবার কোন্ দুখের তপোরাগে ;
শিথিল করি' প্রাণের গ্রন্থিরে
দেহের লাগি' দেহের সব বাঁধন গেল ছিঁড়ে।

শীর্ণ তনু শীর্ণ আরো, জীবন আশাহীন
কাটে না আর, মৃত্যু তাই আসিল একদিন ;
অমৃতসম গরলধারা তারে
করিল মৃত, গরলসম অমৃত-অধিকারে।

চন্দ্রালোকে সৌধতলে থামিয়া গেল বীণা,
তন্ত্রীহারা বুকের'পরে লুটাল গীতহীনা ;
ছুটিয়া আসি' অচ্ছোদের তীরে
লুটাল রাজকুমারী আজ ধূলায় আঁখিনীরে।

প্লাবিত দু'টি নয়ন তুলি' দেখিল রাজবালা
কণ্ঠে আজো রয়েছে সেই তাহারি দেওয়া মালা ;
ঝাঁপিয়া বুকে, ব্যাকুল বাহু দিয়া
বেড়িয়া সেই কণ্ঠ তার পড়িল মূরছিয়া !

প্রভাতে ক্ষণমিলন-পরে বিচ্ছেদের তীরে
আঁধারে দু'টি চক্রবাক দোঁহারে খুঁজে ফিরে,
হৃদয়ে শুধু জ্বালিয়া আশা-বাতি—
আবার কবে প্রভাত হবে, কাটিবে দুখ-রাতি ;

মৃত্যু-শর বিঁধিল আসি' তাহারি একটিরে
প্রভাত নাহি ফুটিল আর উদয়-গিরি-শিরে ;
বিরহ-নিশা দীর্ঘতর করি'
নামিল আসি' অন্তহীন মরণ-বিভাবরী !

যেখানে তার চোখের আলো হয়েছে অপহৃত,
যেখানে তার প্রাণের সুখ হয়েছে চির-মৃত,
মহাশ্বেতা জাগিল সেথা একা,
যেখানে আজো রয়েছে আঁকা প্রিয়ের পদ-রেখা।

বাঁধিয়া দীন কুটীর সেই অচ্ছোদের তীরে
পূজার ফুল তুলিয়া নিতি পূজিত স্মৃতিটিরে;
মরণ-ভূমি তীর্থ হল তার,
তাপস-প্রিয়া তাপসী হল, নয়নে জলভার।

ক্ষণেকতরে দেখিয়া যারে নয়ন নাহি ভরে
সে-রূপ বুঝি নয়ন আজ হারাল চিরতরে;
হারাল সেই পরশ তনু-মন
আনিল যাহা ক্ষণেক কবে নীপের শিহরণ।

সে-দেহ, হায়, একটি দিন বাঁধেনি সে ত বুকে,
চকিতে শুধু হেরিল কবে হাসিটি সেই মুখে;
ভুবনে বুঝি তুলনা তার নাহি
ক্ষণেকতরে যে-মুখ ফোটে মুখের পানে চাহি'।

মনের সব মমতা আজ মনের লাগি' কাঁদে,
ধরার রূপ-পরিধি-মাঝে কেমনে তারে বাঁধে ?
কখনো আর জীবন-ছায়ালোকে
একটি সেই মূরতি-মায়া পড়িবে না কি চোখে ?

দিনের পর কাটিল দিন বিরহ-তপোবনে,
হারান মুখ একেলা বালা ধেয়াল দেহে-মনে ;
দিনের পর কাটিয়া যায় দিন,
বুকের মাঝে আকাশ-চাওয়া আশাটি নহে ক্ষীণ

প্রভাতে আসি' পূর্ব্বতটে পাণ্ডুমেঘে হারা
ফুটিয়া রয় ধরণীপানে শীর্ণ শুকতারা ;
অস্তমেঘে দিনের চিতা জ্বলে,
সন্ধ্যাবধূ মলিন-মুখে দাঁড়ায় আঁখিজলে।

নিদাঘ-দাহ কখন্ আসে, লুটায় ঝরা-ফুল,
দীরঘ দিন, নীরস নিশা, হৃদয় তৃষাকুল ;
বরষা আসে, নিবিড় ধারা ঝরে,
সজল বায়ে শ্যামল-ছায়া মেঘের মায়া ভরে ;

উদাস করে রুচির ধরা শরতে সারা বেলা,
স্বচ্ছ নভে জ্যোৎস্নাসাথে অলস মেঘ-খেলা ;
আকুলি' আসে শিশির-কুহেলিকা,
কানন-পথে সুবাসে ঝরে নিশির শেফালিকা ;

ধূসর বন শিহরে শীতে, ডাকে না আর পিক,
দীর্ঘ নিশা কাটে না আর, কুয়াসা ভরে দিক ;
আলোকে আসে পুলকে মধুমাস,
মলয় মৃদু আবার আসি' ফুটায় ফুল-হাস ;

আসে না সে ত যাহার তরে জাগিছে দেহ-মন,
উজল আজো যাহার রূপে স্মৃতির নিকেতন ;
একেলা শুধু মৃত্যুজয়ী প্রেম
বিরহানলে পুড়িয়া জ্বলে নিকষ-কষা হেম।

কেমনে তারে ভুলিবে আজ, যাহার সাথে চির
জনম হতে জনম আছে বাঁধন কত দৃঢ় ;
রয়েছে শুধু চোখের অগোচরে
চোখের তারা নিয়েছে যারে আঁকিয়া চিরতরে।

প্রাণের মাঝে জাগিছে, তবু দিবে না কভু ধরা
বাহুর পাশে মূরতিখানি মাধুরী দিয়ে গড়া ?
দেহের তরে দেহটি রহে জাগি',—
কে চাহে শুধু ধ্যানের সুধা প্রাণের ক্ষুধা লাগি' ?

অরূপ প্রেম রূপের দ্বারে স্মৃতির মন্দিরে
বারেক চাহে বুকের নিধি বুকের মাঝে ফিরে ;
জীবন আজ মরণে লবে জিনি',
তাপসী তাই অশ্রুজলে জাগিছে একাকিনী ।

# পত্রলেখা

তুমি ত দেখনি কত সে আপন মনের মাধুরী ঢাকিয়াছে,
হে চন্দ্রাপীড়, তন্দ্রা-নিবিড় নিভৃতে তোমারে ডাকিয়াছে ;
দাঁড়ালে কখন্ আড়ালে প্রাণের শতদলে,
দূর হতে তার আশা বার-বার লুটায়েছে আসি' পদতলে।

হল তাম্বূল-করঙ্কপুট-বাহিনী রাজার নন্দিনী,
দিবস-রাতির সাথীটি তাহারে করিলে যে ছিল বন্দিনী ;
তবু কি অশ্রু অলক্ষ্যে ঝরে কলহাসে ?
সুখের দুখের সখীটি, তবুও কখনো বুকের হল না সে ?

ছিল উন্মনা নবযৌবনা নব মধুমাস-মঞ্জরী,
প্রাণের প্রান্তে ছিল একান্তে কত প্রীতি-গীতি সঞ্চরি' ;
তন্বী-তনুর বহ্নি-বরণে নিকষিত
স্নেহের সোনাটি দেহের লীলার লাবণ্যে ছিল বিকশিত

ভাগ্য তোমার যেদিন তাহার মূরতি আঁখিতে দিল আঁকি',
মুখখানি তার প্রথম সেদিন প্রীতি-অমলিন ছিল না কি ?
ঝরেনি হাসিটি, করেনি তোমারে বিস্মিত ?
কালো আঁখিতারা ছিল কথাহারা সেদিন আত্মবিস্মৃত ?

কবরী-আঁধার-আবরিত তার আয়ত আখির আলো এসে
ধরেনি ঘেরিয়া আকুল করিয়া দেহটি তোমার ভালবেসে ?
ক্ষীণ কটিতটে কনক-মেখলা-কিঙ্কিণী
মৌন-বিলীন ছিল কি সেদিন, শোননি কি তার রিন্‌ঝিনি ?

মণি-নূপুরের ক্বণিত সেদিন করেনি ধ্বনিত কানে-কানে
কুণ্ঠিত কলতানের অতলে যে-গীত উথলে প্রাণে-প্রাণে ?
নব-মুকুলিত নিভৃত বুকের কূলে-কূলে
মুক্তার হার নিঃশ্বাসে তার ওঠেনি সেদিন দুলে দুলে ?

তারপর গেছে কত নিশিদিন বিরামবিহীন হাসি-গানে,
তাহার কণ্ঠ-কাকলি আকুলি' বাজেনি কখনো আসি' প্রাণে ?
কাঁকনের সুর ঝরেনি মধুর ঝঙ্কারে
দিবস-রজনী মন রণরণি' মদনের ধনু-টঙ্কারে ?

অঞ্চল হ'তে চঞ্চল স্রোতে ভরেনি গন্ধভার প্রাণে ?
নয়নের কোণে অন্যমনে কি চাহনি কখনো তার পানে ?
থামেনি তোমার বাঁশীটি কখনো গীতিহারা ?
করেনি উদাসী অধরের হাসি বিজন-ব্যথার প্রীতিধারা ?

জ্যোৎস্না-চিকণ অবগুণ্ঠন খুলে সে কখন্ মনোভুলে
নির্জ্জন সাঁঝে নিকুঞ্জমাঝে বিনাইত বেণী বনফুলে ;
সহসা সেখানে আসি' আন্‌মনে চমকিয়া ?
মুখপানে তার ক্ষণকাল চেয়ে দাঁড়ায়েছ কভু থমকিয়া ?

চন্দ্র-মধুর মধু-রজনীর আবেশে আকুল বেশ-বাসে
সুরভি পবনে একা বাতায়নে বসিত স্রস্ত-কেশপাশে ;
বুকে কি তখন পত্রলিখন ছিল আঁকা ?
বুঝি নিরমল যুগ্ম-কমল নীল-অঞ্চল দিল ঢাকা ?

সে ত চলে যেত চকিতের মত কখন্ আপনা' সম্বরি',
লুণ্ঠিত বাস গুণ্ঠিত করি' কুণ্ঠিত-পদে সঞ্চরি' ;
মাধবীমাসের মায়া-নিশীথের ছায়ালোকে
পড়েনি মুদিত প্রীতি-সমুদিত কমনীয় সেই কায়া চোখে ?

বিজয়-যাত্রা করিলে যাত্রা-সহচরী তারে সাথে করি',
প্রয়াণের পথে আপনার রথে তুলে নিলে তারে হাতে ধরি' ;
গরবী গ্রীবাটি বাঁকায়ে, হাসির রাগ মেখে
ফিরিত মুখটি বার-বার,—তার গিয়েছে কি কোনো দাগ রেখে ?

সমুখে বসাতে তুরগে যখন কটিতট তার ধরি' করে,
উড়িত অলক, পড়িত এলায়ে দেহটি দেহের পরিসরে ;
কেশের সুবাস করেনি উদাস মনটিরে ?
করেনি তাহার সেই দেহভার শিথিল প্রাণের গ্রন্থিরে ?

যখন নিশার সুপ্তি-সাগরে চাহে চরাচর লুটিবারে,
একই গৃহে দোঁহে মুদিতে নয়ন পাতিয়া শয়ন দু'টি ধারে ;
ভেদিয়া আঁধার আর নাহি তার আঁখি ভাসে,
কোথা একপাশে লজ্জার বাসে রহে আপনারে ঢাকিয়া সে ;

ঝরিত কখন্ জ্যোৎস্নার আলো কালো কেশপাশে বিহরিয়া,
আঁচলটি তার নিশীথ-অনিল করিত শিথিল শিহরিয়া ;
শিয়র-শিথানে কেশের কুসুম যতগুলি
লুটিত, উঠিত বুকের স্পন্দ বসন-বন্ধে কত দুলি' ;

দেখেছ তখন্ অর্দ্ধরাত্রে জাগি' ঘুমন্ত দু'টি আঁখি ?
দেহের সুবাস ঝরিত, পড়িত মিনতির মত লুটিয়া কি ?
মধুর অধরে আধ-বিকশিত স্মিত-রেখা,
স্বপ্নলোকের খেলা কি চোখের কোরক-কিনারে দিত দেখা ?

যখন বরষা ঘন-বরষণে নামিত শ্রাবণে সারারাতি,
চপলা-চমকে মেঘের থমকে আকাশে বাতাসে মাতামাতি,
ভয়-বিহ্বল তাহারে কাছে কি লহ ডাকি' ?
কণ্ঠ তোমার আধ-ঘুমঘোরে বাঁধে বাহুডোরে সহসা কি ?

যূথী-কদম্ব-কেতকীর বাসে ব্যথিত বাতাসে নিশা সারা
দীপহীন ঘরে ঘুমহারা দু'টি হৃদয় হয়নি দিশাহারা ?
কাঁপেনি বক্ষ মেঘ-গরজন-গৌরবে
গ্রহতারাহীন-আঁধার-বিলীন বাদল-উতল সৌরভে ?

ছিল সে আপন ছায়ার মতন জড়ায়ে সুপ্তি-জাগরণে,
বেপথু-ব্যাকুল তবু নিরাকুল স্নিগ্ধ সেবার আবরণে ;
নিবিড় সহজ অলক্ষ্য ছলে ছিল কাঁপি',
তব অন্তর-অন্তরীক্ষ পবনের মত দিল ব্যাপি'।

যতনে তোমার কণ্ঠের হার কতদিন কত ফুল তুলি'
গেঁথেছে বিরলে সন্ধ্যার তলে বসিয়া এলায়ে চুলগুলি ;
রাজ-বালিকার ফুল-মালিকার অন্তরে
দেখনি কি-গাথা ছিল বুঝি গাঁথা কাম্য কামের মন্তরে ?

যে-মূরতি তার কুমারী-হৃদয়ে ছিল নিরালার কল্পনায়,
বসায়েছে যারে ধ্যানের আসনে আশা-নিরাশার আল্পনায়,
সে-মূরতি ধরি' প্রাণ-পুলকের স্পন্দনে
তুমি এলে তার জীবনের মাঝে নব বেদনার বন্ধনে।

বক্ষ-কারায় লক্ষ ধারায় ঝরিত যে সুধা-অঞ্জলি,
ভাঙি' মর্ম্মের মর্ম্মর-গিরি ওঠেনি কভু তা' চঞ্চলি';
সেই অনাবিল বাসনা-সলিল বুকে ভরি'
বহিয়াছে মৃদু কলতানে শুধু, দুখের হাসিটি মুখে ধরি'।

অশ্রুসজল উজল আঁখিটি দেখনি, নাওনি তুলে বুকে :
মরমী ছিল সে, তবুও সোহাগে চাওনি কখনো ভুলে মুখে;
সে রহিল শুধু স্নেহের সীমার সঙ্গিনী,
আর এক জন হল সে কখন্ তোমার অন্তরঙ্গিণী।

প্রীতির পরশ জাগাল যেদিন আপনা-বিলীন উদাসীরে,
বন্ধুটি, হায়, কোথা ভেসে যায় সেদিন সুখের সুধানীরে;
তোমারি লাগিয়া আপনার আশা দলি' বুকে
তব সন্দেশ-বাহিনী হল সে, তব সুখতরে চলি' সুখে।

উচ্ছল নব রস-পরিহাসে, ক্ষণকাল তব অবকাশে
দেখেছ কি তার চোখে জলভার, বসায়েছ তারে তব পাশে?
ছায়াটি পিছনে রহে, ফিরে দেখে কেই বা তা'?
আড়ালে আঁধারে কে খুঁজিবে তারে, কে বুঝিবে তার সেই ব্যথা।

ছিল বুকে তার ধ্যান-নিমগ্ন অমাযামিনীর যত ভাষা,
ছিল বুকে তার অমাযামিনীর বিজন বিপুল কত আশা;
বাজিল প্রভাতে করুণ কণ্ঠে ভৈরবী,
আঁধারের পারে প্রাণের কিনারে উদয়-দুয়ারে কৈ রবি?

অর্ঘ্যটি ধরি' স্বর্গের মাঝে সুধাতরে ছিল ক্ষুধালীনা,
প্রেম-মন্দিরে মন্ত্রবিহীনা ছিল উপাসিকা উদাসীনা;
তারে ফেলে রেখে চলে গেলে তুমি কোন্ দূরে,—
পড়েছে কি মনে কখনো পুরানো জীবনে-জড়ানো বন্ধুরে?

এই লেখকের—

দীপালি

লীলায়িতা

অদ্যতনী ( যন্ত্রস্থ )

অপরাজিতা ( যন্ত্রস্থ )